



বৃথবার রাত থেকে বাংলায় ঢুকল বাংলাদেশের পদ্মার হিলিশ। হালকা গোলাপী আভার সেই রূপোলি ফসল বৃহস্পতিবার থেকে দেদার বিক্রি শুরু হবে বাজারে। ...বিস্তারিত পাতা ৩



আবারও আক্রান্ত পুলিশ। এবার কোচবিহারের পুলিশের উপর স্থানীয়দের আক্রমণ। গরুচোর সন্দেহে আটক যুবককে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। ...বিস্তারিত পাতা ৫



মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম ব্লকের অন্তর্গত উত্তর নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় সাধারণ মানুষ দখল করে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে তুলে দিল। ...বিস্তারিত পাতা ৭



খারাবাহিকতা এবং এশিয়া কাপে বিধবংসী পারফরম্যান্সের জেরে এবার আইসিসি ক্রমতালিকাতেও ব্যাপক উন্নতি সিরাজের। উঠে এলেন শীর্ষে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মন্ত্রী-বিধায়কদের কামাই রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ বিধানসভায় পৌঁছনো মাত্রই দিতে হবে ‘অ্যাটেনডেন্স’ সেই করতে হবে খাতায়। বিধানসভার অধিবেশনে মন্ত্রী-বিধায়কদের কামাই রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার কড়া পদক্ষেপ করল শাসকদল তৃণমূল। শাসকদলের মন্ত্রী-বিধায়কেরা নিয়মিত বিধানসভার অধিবেশনে আসেন না। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ তুলছিলেন বিরোধী বিধায়কেরা। এবার তাদের মুখ বন্ধ করতে দলের অন্দরেই কড়া ব্যবস্থা



নিল তৃণমূল। সূত্রের খবর, বৃথবার বিধানসভা কেন্দ্রিক তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকেই ঠিক হয়েছে, এবার থেকে বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন শাসকদলের মন্ত্রী ও বিধায়কদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এখানেই শেষ নয়, বিধানসভায় পৌঁছে মন্ত্রীদের সেই করতে হবে পরিযমী মন্ত্রীর ঘরে। বিধায়কদের সেই করতে হবে নিলি ঘোষের ঘরে। পাশাপাশি, কোন কোন বিধায়ক অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকছেন সেই তালিকা যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী সাত দিন অতির উপস্থিতির খাতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশেই তৈরি হয়েছিল বিধানসভার এই শৃঙ্খলার রক্ষা কমিটি। বিধায়ক-মন্ত্রীদের কামাই রুখতে এবার উঠেপড়ে লাগলেন সেই কমিটির সদস্যেরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন দেবে সরকার নিজেই!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ এবার থেকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপক-সহ অন্য কর্মীদের সরাসরি বেতন দেবে রাজ্য সরকার নিজেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অফিস স্টাফ, অধ্যাপক, উপাচার্যদের বেতন যাবে ট্রেজারি থেকে, যেমন সরকারি অন্যান্য কর্মচারীরা পান। বৃথবারের বৈঠকে স্পষ্টত এমনটাই জানিয়ে দিল নাবা। বৃথবারই রাজ্যের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল নাবা। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,



বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিধু কান্ধ বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসারেরা। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে যেত। এবার সেখানেই পরিবর্তন। সরাসরি ট্রেজারি থেকে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে বেতন ঢুকবে। পাশাপাশি জেনারেল প্রতিভেন্ট ফান্ডও সেন্ট্রালি করার ভাবনা চলছে। আজ বৈঠকে আলোচনা হয় এ নিয়েও।

‘এটা খোলা দুর্নীতি, জুডিশিয়াল ফ্রড’ আইনজীবীদের একাংশের চক্র হাইকোর্টের নজরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ সরকারি প্যানেল থেকে বাদ পড়েও বিভিন্ন দফতর থেকে মামলায় সরকারের হয়ে সওয়াল করছেন এমন আইনজীবীদের একটি চক্র এবার আদালতের নজরে। এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত শুভানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার বিষয়টি দেখার পর তলব করেন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক, লিগ্যাল রিমেমব্রাল সহ একাধিক অফিসারকে। বিচারপতি বসাকের মন্তব্য, এটা খোলা দুর্নীতি। তার মানে জুডিশিয়াল অফিসার ফ্রড। বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, এরকম সবাই কাস্টোডিয়াল জেরা হওয়া উচিত। এটা আদালতের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। আদালত এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও রাজ্যের পদক্ষেপের আশ্বাস ও বরিষ্ঠ আইনজীবীদের অনুরোধে বিচারপতি নিজে কোনও পদক্ষেপ করেননি। সরকারি অফিসারদের উদ্দেশ্যে বিচারপতি বলেন, “স্কী করে ১১ সেপ্টেম্বর একজন আইনজীবী মামলা দিয়েছেন। যিনি প্যানেলেই নেই? তাকে কি মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?” অভিযুক্ত আইনজীবীকে বিচারপতি বলেন, “আপনার এই কাজের জন্য ২ জন বিচার বিভাগীয় অফিসারের চাকরির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হাইকোর্ট, জপি সবাইকে আপনি বৈআইনি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনিক বিভাগ জড়িত হয়ে গিয়েছে।” বিচারপতি আরও বলেন, “কোন অফিসার আপনাকে বলেছে সেই করতে? আপনার জন্য জপি-কে যুক্তি খুঁজতে হচ্ছে।” অভিযুক্ত আইনজীবীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, “এবার নাম বলুন কে বলেছিলেন সেই করতে? কারণ এটা ফৌজদারি মামলার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।” বিচারপতি প্রশ্ন করেন, “কে বলেছে মামলা দিয়ের করতে?” তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, “রাজ্য এই ভাবে মামলা পরিচালনা করেছে!” রাজ্যের তরফ থেকে বলা হয়, এইভাবে যাতে মামলা দিয়ের করা না হয়, তার জন্য এলআর বিজ্ঞপ্তি তৈরি করেছে সব আইনজীবীদের প্রচার করার জন্য। বিচারপতি বলেন, “এটা নতুন নয়, এর আগে এমন বেশ কিছু মামলার নিষ্পত্তি করেছি। যেখানে এমন যোগ রয়েছে বলে এখন বোঝা যাচ্ছে।”

দেশে একমাত্র মমতাই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ তৃণমূলেই কাকলী

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ বাংলা ছাড়া কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা নন। মহিলা সংরক্ষণের বিষয়ে কোনও গিমিক নয়, মহিলাদের প্রকৃত সম্মান দেওয়া হোক, এমনটাই চায় তৃণমূল কংগ্রেস। আর তাই, ২০১৪ সাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস দলের অন্দরে ৩৩ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ

জানান, দেশের একমাত্র রাজ্য বাংলা, যেখানে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, “১৬টি রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি। কিন্তু, একটি জায়গাতেও কোনও মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি গেরুয়া শিবির।” তিনি জানান, ১৯৯৬ সালে প্রথম যখন এই

মহিলা সদস্য আছেন। ভারতের মধ্যে বাংলার মন্ত্রিসভাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মহিলা মন্ত্রীদের সংখ্যা সবথেকে বেশি।” তিনি জানান, বাংলার, স্বাস্থ্য, অহিংস, শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে আছেন মহিলারা। স্বরাষ্ট্র দফতরও এক মহিলার হাতে রয়েছে। কাকলী বলেন, “আমাদের দলের প্রতিটি স্তরে ২০১৪ থেকেই ৩৩ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ রয়েছে মহিলাদের জন্য। লোকসভা ৪০ শতাংশের বেশি মহিলা সদস্য রয়েছে আমাদের। রাজ্যসভাতেও ছবিটা এক।” তিনি আরও বলেন, “মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বহু প্রকল্পও চালু করেছেন।” প্রসঙ্গত, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বর্তমানে একজনও মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নেই। তবে, অতীতে উত্তর প্রদেশে উমা ভারতী, গুজরাটে আনন্দিবেন প্যাটেল, রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজের মতো বিজেপি নেত্রীরা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। দেশকে প্রথম মহিলা প্রতিরক্ষামন্ত্রীও উপহার দিয়েছিল বিজেপি। প্রথম মোদি সরকারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছিলেন নির্মলা সীতারামন। বর্তমানে তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন।



রয়েছে মহিলাদের জন্য। বিধানসভা, লোকসভা, বাংলার মন্ত্রিসভা-সব জায়গাতেই তৃণমূল মহিলা সদস্যদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বৃথবার (২০ সেপ্টেম্বর), লোকসভায় নারীশক্তি বন্ধন অধিনিয়মের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে, এমনটাই জানলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার। নারীশক্তি বন্ধন অধিনিয়মকে সমর্থন করেছেন তিনি। তবে তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই বিল পাশের মাধ্যমে মহিলাদের প্রকৃত সম্মান দিতে হবে। এদিন তিনি

বিলের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, সেই সময় থেকেই এই বিলকে সমর্থন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবগৌড়া সরকারের সেই সময় বিলটি বিবেচনার জন্য সিপিআই সাংসদ গীতা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক সংসদীয় প্যানেলে পাঠিয়েছিল। সেই, সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, মহিলাদের ক্ষমতায়নে বরাবরই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসাতের সাংসদ বলেন, “বিধানসভায় আমাদের সবথেকে বেশি

মহিলা সদস্য আছেন। ভারতের মধ্যে বাংলার মন্ত্রিসভাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মহিলা মন্ত্রীদের সংখ্যা সবথেকে বেশি।” তিনি জানান, বাংলার, স্বাস্থ্য, অহিংস, শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে আছেন মহিলারা। স্বরাষ্ট্র দফতরও এক মহিলার হাতে রয়েছে। কাকলী বলেন, “আমাদের দলের প্রতিটি স্তরে ২০১৪ থেকেই ৩৩ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ রয়েছে মহিলাদের জন্য। লোকসভা ৪০ শতাংশের বেশি মহিলা সদস্য রয়েছে আমাদের। রাজ্যসভাতেও ছবিটা এক।” তিনি আরও বলেন, “মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বহু প্রকল্পও চালু করেছেন।” প্রসঙ্গত, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বর্তমানে একজনও মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নেই। তবে, অতীতে উত্তর প্রদেশে উমা ভারতী, গুজরাটে আনন্দিবেন প্যাটেল, রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজের মতো বিজেপি নেত্রীরা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। দেশকে প্রথম মহিলা প্রতিরক্ষামন্ত্রীও উপহার দিয়েছিল বিজেপি। প্রথম মোদি সরকারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছিলেন নির্মলা সীতারামন। বর্তমানে তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন।

‘রাজীব জি-র স্বপ্ন পূর্ণ হল, দ্রুত আইন করা হোক’ সোনিয়া গান্ধি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বা মহিলা সংরক্ষণ বিল-কে সমর্থন জানাল কংগ্রেস। তবে এই বিল নিয়ে বেশ কিছু শর্তও রাখলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বৃথবার, সংসদের বিশেষ অধিবেশনের তৃতীয় দিনে মহিলা সংরক্ষণ বিল

ওবিসিদের জন্যও আসন সংরক্ষণের দাবি করেন। অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে কংগ্রেসকে দুখ্যে বলেন, “আগে কখনও কংগ্রেস মহিলাদের সংরক্ষণ বিলে ওবিসি কোটা বা আসন সংরক্ষণের দাবি জানাননি। রাজনৈতিক সুবিধার্থে দল নিত্যদিন

স্থানীয় নির্বাচনে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমার স্বামী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি গান্ধির সেই স্বপ্ন পূর্ণ হবার।” হিন্দিতে রাখা ভাষণে তিনি বলেন, “জাতীয় কংগ্রেসের তরফে আমি নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়মকে সমর্থন জানাচ্ছি। ধোয়া ভরা রান্নাঘর থেকে জনসমর্থনে পরিণত স্টেডিয়াম, ভারতীয় মহিলাদের যাত্রাপথ দীর্ঘ ছিল। অবশেষে তা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারল। ভারতের স্বাধীনতা



নিয়ে আলোচনা হবে। সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা অবধি এই বিল নিয়ে আলোচনার জন্য সময় ধার্য করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আজই লোকসভায় এই বিল পাশ করাতে পারে কেন্দ্র। এ দিন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিবেচনা করেছেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তিনি মহিলা সংরক্ষণ বিলে সমর্থন জানালেও, এই বিলে

নতুন নতুন দিক খুঁজে বের করছে।” এ দিন সকালে লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার শুরুতেই কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি জানান, তাঁর দল এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছে। তবে মহিলাদের সংরক্ষণ বিল নিয়ে বলতে ওবিসিদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “এটা আমার কাছে অত্যন্ত আবেগঘন মুহূর্ত। কারণ,

অবশেষে তা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারল। ভারতের স্বাধীনতা মহিলারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে এই বিলের অপেক্ষা করছিলেন। এখন তাদের আরও কত বছর অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে।” মহিলাদের সংরক্ষণ বিলের পাশাপাশি তিনি অবিলম্বে জাতি ভিত্তিক জনসুমারির দাবি জানান। তিনি বলেন, “এই বিল আরও সঠিকভাবে কার্যকর করতে জাতি ভিত্তিক জনসুমারির প্রয়োজন। জনজাতি, উপজাতিরা স সঙ্গে ওবিসিদেরও এই বিলে

পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবি, কেপিপি-মোর্চা এক ছাতর তলায়!

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২০ সেপ্টেম্বরঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ফের পৃথক রাজ্যের দাবিকে কেন্দ্র করে সলতে পাকানো শুরু করে দিল মোর্চা। তবে শুধু মোর্চা নয়, অন্তত ১২টা সংগঠন উপস্থিত ছিল সেই বৈঠকে। কেপিপি, মোর্চা নেতৃত্বের মধ্যে এনিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে খবর। এমনকী সমস্ত সংগঠন মিলে আলাদা করে এক ছাতর তলায় আসার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত কালচিনি ব্লকের দলসিং পাড়া গোষ্ঠী ভবনে এই বৈঠক হয়েছে বলে খবর। সেখানে খোদ বিমল গুরুং, কেপিপির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও পৃথক রাজ্যের দাবিতে কাছাকাছি এসেছিল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন,

মিটিং করলেন বিমল গুরুংরা

কেপিপি, মোর্চা সহ একাধিক সংগঠন। ফের অন্তত ১২টা সংগঠন এক ছাতর তলায় আসার চেষ্টা করছে। এমনকী পাহাড়ে ডুয়ার্সে দিনের পর দিন ধরে এনিয়ে আন্দোলন হয়েছে অতীতে। তবে কি আবার সিঁড়রে মেঘ ঘনাচ্ছে পাহাড়ে, ডুয়ার্সে। তবে এবার ফের পূজার মুখে এনিয়ে নতুন করে জিগির তোলা শুরু হয়ে গেল। তবে সূত্রের খবর, কিছুদিন আগেও এনিয়ে মিটিং করেছিলেন বিমল গুরুংরা। ফের এই মিটিং। শিলিগুড়িতে ফ্রন্টের নাম ঘোষণা করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের গোয়েন্দা দফতরও হয়েছিল। ফের উত্তরবঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তারা। তাঁদের দাবি, কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গকে শাসন করা নয়। এখানকার উন্নয়নের জন্য আলাদা রাজ্য গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। এদিকে গোঁর্খাল্যান্ডের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সরব মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অন্তরালেও ছিলেন। পরে তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তিনি দার্জিলিংয়ে ফিরে আসেন। তবে সেই হানিমুন পরিষয়ে আশাপাত ভাটা পড়েছে। ফের তিনি স্বহিম্মা। অন্যদিকে কেপিপি একটা সময় এনিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলত। তবে গত কয়েক বছর ধরে সেই আন্দোলনও স্তিমিত। আবার গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা অনন্ত মহাভার বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। তবে পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে তিনি পুরোপুরি সরেননি।

ডিএলএড কলেজে অফলাইন অ্যাডমিশন বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের সব ডিএলএড কলেজে বন্ধ হতে চলেছে অফলাইন অ্যাডমিশন। ৪৪টি সরকারি এবং প্রায় ৬০০-র ওপর বেসরকারি ডিএলএড কলেজে কোন অফলাইন অ্যাডমিশন হবে না। এদিন হাইকোর্টে জানিয়ে দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। একইসঙ্গে মেধাতালিকাও প্রকাশ হবে অনলাইনে। এ কথাও জানানো হয়েছে আদালতে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে একাধিকবার নাম জড়িয়েছে পর্ষদের। পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে কী এবার ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে নতুন পদক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের? উঠছে এমনটা প্রশ্ন। যদিও পর্ষদের কথা কিন্তু সেটাই। এদিন বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়ে পর্ষদের আইনজীবী সাফ জানান পর্ষদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে আমরা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার থেকে সমস্ত অ্যাডমিশন হবে অনলাইনে। এরপরই বিচারপতি জানতে চান এই অবস্থার কী টেট হবে? উত্তরে পর্ষদের আইনজীবী জানান এবার থেকে প্রতি বছর নিয়মানুযায়ী টেট পরীক্ষা হবে। এদিকে ইতিমধ্যেই আবার এবারের টেট পরীক্ষার নিষ্পক্ষ জানিয়ে দিয়েছে পর্ষদ। আগামী ১০ ডিসেম্বর হবে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট। ১৪ সেপ্টেম্বরে সন্ধ্যা ৭টা থেকে অনলাইনে শুরু হয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া। চলবে আগামী ৪ অক্টোবরের রাত ১২টা পর্যন্ত। তবে ৫ অক্টোবর রাত ১২টা পর্যন্ত ফর্মের কোটা জমা দিতে পারবেন আবেদনকারীরা। পরীক্ষা হবে ১৫০ নম্বরের। পাশ করতে গেলে অবশ্যই সাধারণ ক্যাটাগরির প্রার্থীদের পেতে হবে ৬০ শতাংশ নম্বর। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের পেতে হবে ৫৫ শতাংশ নম্বর।

সম্পূর্ণ নথি জমা দেননি নুসরত, সক্রিয় ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ ফ্ল্যাট প্রতারণা কাণ্ডে আরও সক্রিয় ইডি। সাংসদ নুসরত জাহানের কাছ থেকে আরও নথি তলব করেছে ইডি। অভিযোগ, সম্পূর্ণ নথি জমা দেননি নুসরত জাহান। ২৪ কোটির ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় ইতিমধ্যেই ১২ সেপ্টেম্বর নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। আগামী সপ্তাহে সেডেন সেসেস কোম্পানির আরেক ডিরেক্টর রাকেশ সিংকে তলব করেছে ইডি। সূত্রের খবর, নুসরত জাহানকে যখন হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়, সাংসদ তখনই দলস্থকারীদের জানিয়েছিলেন তিনি এখনও সম্পূর্ণ নথি জোগাড় করেনি। এরই মধ্যে নুসরত নিজে নিজেই দেখা করতে বসেন। ওই নথিগুলি দেখার পর তদন্তকারীরা বলেন, এই নথি তালিকাভুক্ত নয়। সম্পূর্ণ নয়। নুসরতের আয় ব্যয়ের হিসাব, ও নুসরতের সঙ্গে তাঁর কোম্পানির যোগসূত্র খুঁজে পেতে আরও তথ্যের প্রয়োজন। আর সেই কারণেই বাকি নথি জোগাড় করে দ্রুত ইডি দফতরে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১২ সেপ্টেম্বর নুসরত জাহানকে তলব করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে নুসরত যে সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন, সেই ‘সেভেন সেসেস ইন্ডাস্ট্রিয়ালস প্রাইভেট লিমিটেড’ ব্যাঙ্ক কর্মীদের সঙ্গে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, প্রথমে নুসরত তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ২ কামরার ফ্ল্যাট দেবেন। প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। পরে বলেন, হিতকোর কাছে তিন কামরার ফ্ল্যাট দেননি। বছর পেরিয়ে সেই প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি। এরই মধ্যে নুসরত নিজে নতুন অ্যান্ডিনিউয়ের ফ্ল্যাট কেনেন। নুসরতের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের কর্মীরা প্রথমে গরিয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু সে সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধেও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ওঠে। এরপর আলিপুর আদালতে গিয়ে মামলা ফাইল করেন প্রতারণার।

ব্যবসায়ী খুনের প্রতিবাদে মৌন মিছিল ও নেশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দাবিতে থানায় ডেপুটেশন

সোনামুড়া (ত্রিপুরা), ২০ সেপ্টেম্বর : ১৬ বছরের কিশোরের হাতে খুনের জেরে অতর্কিত ব্যবসায়ীদের থানা ঘেরাও। শুধু তা-ই নয়, বাজার বন্ধ রেখে নেশার বিরুদ্ধে সোচার হলেন ব্যবসায়ীরা। মেলাঘর বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দেবনাথের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এবং নেশামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বুধবার বাজার এলাকায় মৌন মিছিল এবং থানায় ডেপুটেশন সংগঠিত করেছে মেলাঘর বাজার ব্যবসায়ী সমিতি। এদিন ব্যবসায়ীরা মেলাঘর বাজার থেকে একটি মৌন মিছিল সংগঠিত করে থানার সামনে এসে জড়ো হন। সেখান থেকে সমিতির সদস্যরা পাঁচ দফা দাবিতে মেলাঘর



মালিক ৫২ বছরের বিশ্বজিৎ দেবনাথ। মেলাঘর তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপস দেবের ছেলে। তিমির দেব মেলাঘর নেতাজি চৌমুহনির এমআরএস জেরঙ্গ লোকানে জেরঙ্গ করে।

জেরঙ্গ করার পর দোকানের মালিক বিশ্বজিৎ দেবনাথকে তিমির দেব ৫০০ টাকার নোট দেয়। দোকানের মালিক বিশ্বজিৎ দেবনাথ ৫০০ টাকার খুচরো দেওয়ার পর তিনি দেখেন তাঁর দোকানের ক্যাশ বাক্সে আড়াই হাজার টাকা নেই। তখন তিনি ১৬ বছরের তিমির দেবের কাছে খেতে পান আড়াই হাজার টাকা রয়েছে। তখন এমআরএস জেরঙ্গ দোকানের মালিক বিশ্বজিৎ দেবনাথকে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে মেলাঘর হাসপাতাল থেকে দ্রুত আগরতারা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু বিশ্বজিৎ দেবনাথকে জিবি হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মানবাধিকার নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি নৈতিক দায়িত্ব : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : মানবজাতি যখন নৈতিক ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এশিয়া প্যাসি ফিক ফোরাম অন হিউম্যান রাইটসের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি বলেন, সংহিতাবদ্ধ আইনের চেয়েও প্রতিটি অর্থে মানবাধিকার নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি নৈতিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, যখনই মানবাধিকারের কথা আসে, আমি এই ধারণাটি সম্পর্কে যথা বলতে অনুপ্রাণিত হই, যা আমার জনজীবনে সর্বদা বিকশিত, গতিশীল এবং আমার স্বপনের খুব কাছাকাছি।

যোষণাপত্রের খসড়া তৈরিতে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও চিন্তাভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর প্রভাবেই মানবাধিকারের ধারণাটি জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে জীবনের মর্যাদার দিকেও প্রসারিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, আমি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তি অধিকার নিয়ে ভারতের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ম্যাগনা কার্টার মাধ্যমে পশ্চিমী বিশ্ব সমান মানবাধিকারের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক আগে, দক্ষিণ ভারতের একজন শ্রদ্ধেয় ঋষি এবং দার্শনিক, বাসভান্ন, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সাম্যের ধারণাকে প্রচার করেছিলেন।

আইটিআর-৭ দাখিল করার সময়সীমা বাড়ানো একটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ : নারায়ণ জৈন

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : করদাতাদের জন্য বড় স্বস্তি দিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)। আইটিআর-৭-সহ অডিট রিপোর্ট দাখিল করার সময়সীমা বাড়িয়েছে সিবিডিটি। বিশিষ্ট আইনজীবী অফ অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার (এআইএফটিপি)-এর জাতীয় উপ-সভাপতি নারায়ণ জৈন এই সময়সীমা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এটি একটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ। বিশিষ্ট আইনজীবী নারায়ণ জৈন

বলেছেন, ১৮ সেপ্টেম্বর নিজস্ব সার্কুলার নম্বর ১৬২০২৬-এ আইটিআর-৭ এবং অন্যান্যদের জন্য আয়কর রিটার্ন (আইটিআর) দাখিল করার সময়সীমা বাড়িয়েছে সিবিডিটি। জৈন বলেছেন, সিবিডিটি শুধুমাত্র ফর্ম ১০বি, ফর্ম ১০বিবি দাখিল করার তারিখ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে এবং ২০২৬-২৪ মূল্যায়ন বছরের জন্য আইটিআর-৭ দাখিল করার তারিখ ৩০ নভেম্বর বাড়িয়েছে। নারায়ণ জৈন বলেছেন, সিবিডিটি দ্বারা জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিটি ট্রাস্ট অথবা

দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ফর্ম ১০বি, ১০ বিবি এবং আইটিআর-৭ ফাইল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেছেন, সিবিডিটি-র এই সময়সীমার মধ্যে দেওয়া শিথিলতা ট্রাস্ট, প্রতিষ্ঠান, তহবিল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং শুধুমাত্র এই ধরনের কোম্পানি ইত্যাদিকে স্বস্তি দেওয়া, যা ধারা ১৩৯(৪এ), ১৩৯ (৪বি), ১৩৯(৪সি), অথবা ধারা ১৩৯(৪ডি)-এর অধীনে আইটিআর প্রস্তুত করা জরুরি।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে পুনের গণেশ মন্দিরে ৩৫,০০০ মহিলার সমবেত প্রার্থনা

পুনে, ২০ সেপ্টেম্বর : গণপতি উসবের দ্বিতীয় দিনে বুধবার পুনের দাগাদুর্গেট হালওয়াই

হাজারেরও বেশি মহিলা গণপতির কাছে প্রার্থনা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে সকলে



গণেশ মন্দিরে জড়ো হয়েছিলেন ৩৫ হাজার মহিলা। শ্রীমন্ত দাগাদুর্গেট হালওয়াই গণপতি কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গণেশ মহিলার পবিত্র মন্ত্রে মুখরিত হয়ে ওঠেছিল। বুধবার সকালে ৩৫

সমবেত হয়ে অথর্ধশীর্ষ' প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমন্ত দাগাদুর্গেট হালওয়াই গণপতি মন্দির কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গণেশ চতুর্থী উদযাপনের আজ দ্বিতীয় দিন। এই দিনে ঋষি পঞ্চমী

উপলক্ষ্যে গণেশোৎসব উদযাপনের অংশ হিসাবে মহিলারা গণপতি অথর্ধশীর্ষ' পাঠ করেছেন। প্রার্থনা দেখার করার জন্য একদল রাশিয়ান নাগরিককেও মন্দির প্রাঙ্গণে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী আবৃত্তিতে অংশ নেওয়ার জন্য পুনে শহরজুড়ে মহিলারা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে বুধবার ভোরে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিলেন। সকলে মিলে আজ প্রাণনায় অংশ নেন। গণেশ চতুর্থীর উৎসব শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। এটি চলবে আগামী ১০দিন ধরে। এই সময়ে মহাসমারোহে ভগবান গণেশের উৎসব উদযাপন করা হয়। গণেশ উৎসবটি এই মন্দিরে প্রতিবছর অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার ভক্ত প্রভু গণেশের দর্শনের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়।

২। বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সোনামুড়া (ত্রিপুরা), ২০ সেপ্টেম্বর : ১৬ বছরের কিশোরের হাতে খুনের জেরে অতর্কিত ব্যবসায়ীদের থানা ঘেরাও। শুধু তা-ই নয়, বাজার বন্ধ রেখে নেশার বিরুদ্ধে সোচার হলেন ব্যবসায়ীরা। মেলাঘর বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দেবনাথের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এবং নেশামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বুধবার বাজার এলাকায় মৌন মিছিল এবং থানায় ডেপুটেশন সংগঠিত করেছে মেলাঘর বাজার ব্যবসায়ী সমিতি। এদিন ব্যবসায়ীরা মেলাঘর বাজার থেকে একটি মৌন মিছিল সংগঠিত করে থানার সামনে এসে জড়ো হন। সেখান থেকে সমিতির সদস্যরা পাঁচ দফা দাবিতে মেলাঘর

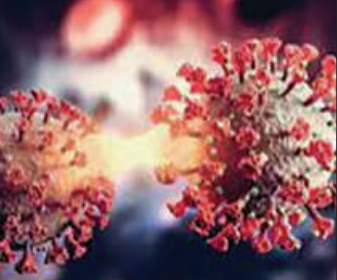
মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশ

শিমলা, ২০ সেপ্টেম্বর : মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। বুধবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ ২.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় চম্বা জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ ২.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় চম্বা জেলায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৬২.৫৪ অক্ষাংশ ও ৭৫.৯৯ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম থেকে ১৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশের শিমলা থেকে ১৯৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি থেকে ১৮১ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে ছিল উসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৪ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে গুটানামার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৪ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯১ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বুধবার রাজধানী দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোল ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা । মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৮১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৮৪ ডলারে বা ০.৮৯ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৯৩.৫০ ডলারে এ ট্রেড করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৯০.৪৫ ডলারে লেনদেন করছে, ০.৭৫ বা ০.৮২ শতাংশ কমে।

ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের বাড়ল, মৃত্যু একজনের



নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ফের সামান্য বালা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৫১ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৯০ জন। কেন্দ্রীয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৮০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৬২,০৩১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৭৮৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.৮-১১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৮,৯০৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বোড়ে ২২০,৬৭,৭০,২৯৬-তে পৌঁছেছে।

মাতৃশক্তি’-র উন্নতির জন্য ঐতিহাসিক কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী : ধামি

সাগর, ২০ সেপ্টেম্বর : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্নব সিং ধামি বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরে ৩য় মৌলিকে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংসদে এই বিল উত্থাপন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্নব সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মৌলী মাতৃশক্তি’-র উন্নতির জন্য ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন শুরু হয়। মাতৃশক্তি’-র ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য মহিলা সংরক্ষণ বিল আনা হয়। ধামি আরও বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি মহিলাদের উন্নতির জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনে লোকসভার প্রথম অধিবেশনে বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। এই বিলের নাম দেওয়া হয়েছে নারী শক্তি বন্দন অধিনায়’।

‘সাগর সংঘাত’রুখতে লালচিনের বিরুদ্ধে একজোট জি-৭

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের দালাগিরি বন্ধ করতে রুখতে একজোট হয়েছে জি-৭ গোষ্ঠীর দেশগুলো। একই সঙ্গে তাইওয়ান সীমান্তে বাড়তে থাকা উত্তেজনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। শুধু কি তাই, বেজিংয়ের গাজেয়ারি মেনে নেওয়া হবে না বলেও পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছে তারা।

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বরাবরই আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন রয়েছে চিনের। একইসঙ্গে দক্ষিণ চিন সাগরে আগ্রাসন চালিয়ে জাপান, উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলোকে চাপে রেখে

নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছে বেজিং। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ চিন সাগরে সামরিক পরিকাঠামো গড়ে তুলছে লালকৌজা। প্রায় গোটা জলরাশিই নিজেদের বলে দাবি করে কমিউনিস্ট দেশটি। লালকৌজের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে এসেছে আমেরিকা। এবার ওয়াশিংটনের পাশে দাঁড়িয়ে এককোট হলে অন্য দেশগুলি। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এই বিষয়ে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, জি-৭ গোষ্ঠীর দেশগুলো মনে করিয়ে দিতে চায় রাষ্ট্রসংঘের নিয়মাবলি

মেনে চলার দায়িত্ব চিনেরও রয়েছে। জাপান সাগর ও দক্ষিণ চিন সাগরে এই মুহূর্তে যা পরিচিতি তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সকলে। বিগত কয়েক দিন ধরে দ্বীপরাষ্ট্রটির সীমান্তে সামরিক মহড়া তীব্র করেছে জিনপিং প্রশাসন। বরাবর সেদেশে অনুপ্রবেশ ঘটচ্ছে লালকৌজা। কলিডোর মধ্যে বাড়তে থাকা চাপানউত্তোর নিয়েও চিন্তিত আমেরিকা-সহ জি-

৭ গোষ্ঠীভুক্ত ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানি, যুক্তি, জাপান, ব্রিটেন। এ নিয়ে চিন ও তাইওয়ান দুদুদেকেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে

আমেরিকার মতোই বাকি সদস্য দেশগুলো চিনের কড়া বিরোধিতা করবে।’ এছাড়াও বিবৃতিতে জানানো হলো যে চিনের তাওয়ানের প্রশংসও তুলে ধরা হয়। দক্ষিণ চিন সাগর ও ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনকে রুখতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ভারত মিলে তৈরি হয়েছে কোয়াদ্রিলাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ’বা কোয়ড জোট। কমিউনিস্ট দেশের এই আগ্রাসনে বিপন্ন মুক্তবাণিজ্য পথ। এছাড়া বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই তাদের সতর্ক করে দিয়ে সাবধান হতে বলা হয়েছে বলে সংবাদ মিলেছে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মায়াবতীও

লখনউ, ২০ সেপ্টেম্বর : মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তাঁর মতে, নির্বাচনের মাধ্যম রেখেই এই বিল আনা হয়েছে। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের কারণে এই (মহিলা সংরক্ষণ) বিল আনা হয়েছে। মায়াবতী আরও বলেছেন, পার্লামেন্টে (মহিলা সংরক্ষণ) বিল পাস হলেই দেশে একটি আদমশুমারি করা হবে। এটি (সংসদ থেকে) অনুমোদন পাবে, কিন্তু অবিলম্বে তা কার্যকর করা হবে না। মায়াবতী আরও মন্তব্য করেছেন, মহিলা সংরক্ষণ বিলের কিছু বিধান রয়েছে, যা এর বাস্তবায়ন ১১ থেকে ১৬ বছর বিলম্বিত করবে। মহিলা

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি : কানিমোবি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : মহিলা সংরক্ষণ বিল বিজেপির একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। তবুও, অনেক নেতাকে এই বিল আনার জন্য এবং এটি পাস করার জন্য অনুরোধ করেছে হয়েছিল। বুধবার লোকসভায় কটাক্ষ করে বললেন ডিএক্সে সাংসদ কানিমোবি। এদিন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য রাখেন কানিমোবি। তিনি বলেছেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কথা বলতে পেরে আমি খুশি। আমরা ডেবেহিলাম, আমরা সবাই একে অপরকে সমর্থন করব এবং একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই বিলটি পাস হবে। কিন্তু দূর্ব্যগ্যবশত, বিজেপি এটিকে রাজনীতি করার সুযোগ হিসেবে নিয়েছে।

কানিমোবি আরও বলেছেন, আমি নিজেও সংসদে সংরক্ষণ বিল আনার বিষয়টি বহুবার উত্থাপন করেছি। তাঁরা বলেছিল, বিলটি আনার আগে সমস্ত স্টেকহোল্ডার, রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করতে হবে এবং তারপর একটি একমত্যা তৈরি করতে হবে। আমি জানতে চাই কী একমত্যা তৈরি হয়েছে, কী আলোচনা হয়েছে, এই বিলটি গোপনীযতার মধ্যে আনা হয়েছে। আমরা জানতাম না, এই অধিবেশন কিসের জন্য ডাকা হয়েছে।

শ্রেফতার লখিমপুরের লাটমণ্ডল হেমেন্দ্র

লখিমপুর (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর : যু্মের টাকা নেওয়ার অভিযোগে এবার শ্রেফতার হয়েছেন লখিমপুর জেলার তিনকেণীয়া সার্কল অফিসের লাটমণ্ডল হেমেন্দ্র বরা। জমির মিউটেশন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জনৈক আবেদনকারীর কাছে মোট এক লাফ টাকা দাবি করেছিলেন হেমেন্দ্র। জানা গেছে, অভিযুক্ত হেমেন্দ্র বরা আবেদনকারীর নামে এক খণ্ড জমির মিউটেশন করে দেওয়ার নামে এক লাফ টাকা দাবি করেছিলেন। দাবি অনুযায়ী প্রথম কিস্তি হিসেবে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই)-এর মাধ্যমে (গুগল পে) ৫০ শতাংশ অর্থা ৫০ হাজার টাকা হেমেন্দ্র বরাকে দিগৈছিলেন। পরের কিস্তি দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী দূনীতি রামন অধিকরণের দ্বারস্থ হন। দূনীতি দমনের কক্ষ ছা্ অনুযায়ী আজ বুধবার বাকি ৫০ হাজার টাকা অভিযোগকারীর হাত থেকে নিয়ে স্বাতেনাতে ধরা পড়েন লাটমণ্ডল হেমেন্দ্র বরা।

অসমে বইমেলা

হাফলং (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর : অসমের অগ্ন্যতম পাহাা জেলা ডিমা হাসাংয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলছে অসম বইমেলা। পাবলিশার্স বোর্ড অব আসাম এবং অল আসাম পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ডিমা হাসাং জেলার সদর শহর হাফলঙে অনুষ্ঠিত হবে বইমেলা।

Name Change
I SHEKH KALLU(OLD NAME), SON OF LATE SK MONA,RESID-ING AT 33/H/6 MOMINPORE ROAD,PO-KHIDDIPORE,PS-EK-BALPORE. KOLKATA-720023.WEST BENGAL. SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS SK KALOO(NEW NAME) VIDE AN AFFADIVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2023.THAT SHEKH KALLU AND SK KALOO BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SEK MAJED MOHAMMAD (OLD NAME) SON OF SK MAFIL MA-HAMMAD RESIDING AT VILL-SARBERIA,PO-NARAYANDARI-E-AST MEDINIPUR-721655,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAJED MAHAMMAD(NEW NAME) VIDE AN AFFADIVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2023.THAT SEK MAJED MOHAMMAD AND SK MAJED MA-HAMMAD ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে মায়াবতী বলেছেন, দু’টি বিধান যাতে বাদ দেওয়া হয় অথবা মহিলারা যাতে দ্রুত সংরক্ষণ পায় সেই উপায় খুঁজে বের করার জন্য আমাদের দল সরকারের আবেদন করেছে।

Name Change
I NIZAMUDDIN MOLLA, SON OF RAHIM BOX MOLLA, RESIDING AT VILL-CHAK PANCHURIA,PO-CHAKPANCHURIA,PS-TECH-NOCITY, NORTH 24 PARGANAS-740160, WEST BENGAL.THAT MY FATHER'S ACTUAL NAME RAHIM BOX MOLL WHICH WRONGLY RECORDED AS ABDUL RAHIM MOLLA,THAT ABDUL RAHIM MOLLA AND RAHIM BOX MOLL BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PER-SON VIDE AN AFFADIVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2023.

Name Change
I. PRIYASHREE CHATTERJEE (old name) W/O ARNAV CHATTERJEE, Presently residing at 80/A, Jatindra Mohun Avenue, Shyam-pukur, Kolkata-70005 West Ben-gal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRIYASHREE KACH GAIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 20/09/2023. PRIYASHREE CHATTERJEE and PRIYASHREE KACH GAIN both are same and one identical person.

Name Change
I, MD JALAL UDDIN (old name) S/O MOSLEM UDDIN Presently residing at Dakshin Para, Malignram, Habra, North 24 P, Pin-743704 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) JALAL UDDIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. MD JALAL UDDIN and JALAL UDDIN both are same and one identical person.

Name Change
I, SUBERA BIBI (old name) W/O ABDUL LATIF Presently residing at Dayanagar, PS-Bhagwangola, Murshidabad-742135 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) SUREBA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 20/09/2023. SUBERA BIBI and SUREBA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I, SK SKBATULLA (old name) S/O SK ABU HOSSAIN Presently residing at Ward No-4, PO-DCC, PS-Dankuni, Chandannagar, 712310 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) SK SEKBATULLA, vide an affidavit sworn before The No-tary Public at Kolkata on 20/09/2023. SK SKBATULLA and SK SEKBATULLA both are same and one identical person.

Name Change
I, NAZRUL ISLAM (old name) S/O ASHRAF ALI MOLLA Presently residing at T-49/B, Panch Para Road, PS-Rajabagar, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) NAZAUUL ISLAM MOLLA, vide an affidavit sworn be-fore The Notary Public at Kolkata on 20/09/2023. NAZRUL ISLAM and NAZAUUL ISLAM MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, MD SAHA ALAM (old name) S/O JANE ALAM Presently residing at 7/A/H/5, Abhinash Chowdhury Lane, Gobinda Khatrick Road, Kolkata-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SAH ALAM (new name) vide an affidavit sworn before The Notary public at Kolkata on 20/09/2023. MD SAHA ALAM and MD SAH ALAM both are same and one identical person.

Name Change
I, SUROJIT GOMES (old name) S/O DAVID GOMES Presently residing at 296, Sathbigaha, Furba Putiary, PS-Regent Park, Kolkata-700093, WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SUROJIT AUGUSTIN GOMES, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 20/09/2023. SUROJIT GOMES and SUROJIT AUGUSTIN GOMES both are same and one identical person.

Name Change
I KHOYJUL ISLAM AND FAJIL ISLAM SHEKH (OLD NAME) SON OF SEKH KABAT ALI RESIDING AT DAKSHIN ALI CHAK PS-KHE-JURI,EAST MEDINIPUR-721431, WEST BENGAL. SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS SEKH FAJIL ISLAM(NEW NAME) VIDE AN AFFADIVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2023.THAT KHOYJUL ISLAM AND FAJIL ISLAM SHEKH ALSO SEKH FAJUIL ISLAM ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি তাপসী গায়েন (রায়)স্বামী-বিরূপদ গায়েন, গণপতি নিকেশন, ফ্লাট নং-১বি, পোঃ- সৌরভঙ্গার, থানা- নিউটেন, কলকাতা-৭০০১৬২, পঃঃঃ ক্রিকান্ন কবাসকরী, কলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (খোশ শ্রুতি)-এর আদালতের ১৪.০৯.২৩ তারিখের এক্সেভেইট বলে যোশা কচ্ছি যে আজ থেকে আমি তাপসী গায়েন নামে পরিচিত হলাম।

Name Change
I PRAVEEN KUMAR SHARMA . S/O SACHIDANAND SHARMA, R/O 39, BAGIHATI, FIRST LANE, SOUTH DUMDUM (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAVIN SHARMA VIDE AFFADIVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2023. PRAVEEN KUMAR SHARMA AND PRAVIN SHARMA SAME AND IN-DENTICAL PERSON

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
আজ ২ অগ্নিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজি ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৭ চৈতন্যদ, সৌর ৫১২৪, সৌর ৩ অশ্বিন, চন্দ্র ৫ পদ্মান্ব মাস, ১৯৪৫ শকব্দ ২০৮০ বিক্রম সান্দ্র, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দ, বাল্যশাশে ৫ অশ্বিন ১৪৩০, অরবতীরা সিঁড়ি ২৯ অত্র ১৯৪৫, নৈতে ৫ লাবনে, আসাম ২ আশ্বিন, মুসলিম ৫-রবিউল-আজ্বাল-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকল ০৫২৭.০৭ এবং সূর্য্যবিবর্কল ০৫৩১৫১। চন্দ্র উদয়- সকল ০৯,৪৮০৪(২০) এবং রাত্রি ০৮৪৩৫৮(২০)। শুরু পক্ষ । অতি পক্ষমী (পূর্ণ) সকল ঘ ১০৩৪২১ দ্ব ১২৪৭৫২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র- বিশাখা দুপুর ঘ ০১৪০৪৩ দ্ব ১৮৩৪৭.৫ পর্যন্ত পরে অরুণাা কল্গ-বালব সকল ঘ ১০৩৪২১ দ্ব ১২৪৭৫২.৫ পর্যন্ত পরে কৈলাব রাত্রি- ১০২২২৮ দ্ব ৪২১৮১০ পর্যন্ত পরে তৈল্লি,যোগ- বিষ্ণু সকল ঘ ০১৪৫০৯ দ্ব ০৫০৪৪৭.৫ পর্যন্ত পরে প্রীতি অমৃতযোগ- দিন ০৫২৭১২ থেকে - ০৬১৫৩১ পর্যন্ত, তারপর ০৭০৩৫০ থেকে - ০৭৫২০৯ পর্যন্ত, তারপর ১০১৭০৬ থেকে - ১২৪২০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১৬৬৩৮ থেকে - ০৭০০১৯ পর্যন্ত, তারপর ০৮৪২৪১ থেকে - ০৩০৪৬৯ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৬১৫৩১ থেকে - ০৭০৩৫০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১৩০২২ থেকে - ০৩০৫১৯ পর্যন্ত।কুলিবলো দিন ১১০৫২৫ থেকে - ১১৫৩৪৪ পর্যন্ত।কুলিকার্তি ১০৮১০৮ থেকে - ১১০৫৪৪ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১২৯৩৫ থেকে - ০১০০১০ পর্যন্ত।কলবেলা দিন ০৮২৮২৪ থেকে - ০৯৫৮৫৯ পর্যন্ত।কলরাত্রি ০২২৮২ থেকে - ০৩৩৪৮৮ পর্যন্ত।প্রফুষ্ট(সূর্য উদয় কলীন), রবি ৫২৫১৫৪ (১২) ২ পদ,হুদ্র ৭১১২৩৪৫ (১৭) ৩ পদ, মঙ্গল ৫২০৯৪৪ (১৩) ৪ পদ, বুধ ৪১৭৯৫৬ (১১) ২ পদ, বৃহস্পতি ০২২৯৫৮ (২) ৩ পদ, শুক্র ৩১৯৪৭৩৯ (৯) ১ পদ শনি ১০৪২১

বদল হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের নিয়মে, কেমন হচ্ছে পরীক্ষার নিয়ম? জানুন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২০ সেপ্টেম্বর : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নিয়মে আসতে পারে বড়ো বদল। সিবিএসই-র আদলেই উচ্চমাধ্যমিকেও চালু হতে পারে সেমেস্টার প্রক্রিয়া । এই মর্মে স্কুল শিক্ষাদপ্তরকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। উচ্চমাধ্যমিক হবে দু’ভাগে। প্রথম পরীক্ষা হবে নভেম্বর মাসে। দ্বিতীয় দফা হবে মার্চ মাসে। নভেম্বরের পরীক্ষাটি হবে ওএমআর শিটে। প্রশ্ন হবে এমসিকিউ পরের দফাটি হবে এসএকিউ এবং বর্ণনাধর্মী প্রশ্নোত্তরে। দুই পরীক্ষার ফলাফলের গড় নিয়ে তৈরি হবে মার্কশিট। তবে লতি শিক্ষাবর্ষ থেকে নয়, ২০২৪ সালে যারা একাদশ শ্রেণিতে উঠবে তারাই ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এই সেমেস্টার প্রক্রিয়া উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। উচ্চমাধ্যমিক সংসদ সভাপতি তিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, রাজ্যের নয়া শিক্ষানীতিতে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমেস্টার প্রক্রিয়া চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এই প্রক্রিয়া চালু হতে পারে। তবে সিবিএসই- র ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে যে সেমেস্টারের ফল ভালো হয়, সেটাই চূড়ান্ত রেজাল্ট থাকে। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে দু’টি সেমেস্টারের গড় করে রেজাল্ট তৈরি হবে।

সারাইয়ের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ স্কুল পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ সেপ্টেম্বর : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ইটিভাঘাট এলাকার, ইটিভাঘাট থেকে সোলাদানা পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা রেষাল দশ। বড় গর্তে ভর্তি। আর তাতে বর্ষার জল ভর্তি হয়ে পুকুরের আকার ধারণ করছে। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পরছে স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ। ভিনটে স্কুল সহ অসংখ্য ইটভাটা , কয়েক হাজার গ্রামের মানুষের যাতায়াতের পথ এই রাস্তাই। স্থানীয়রা জানান, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন চলাফেরা করেন আনুমানিক লক্ষাধিক মানুষ । তাদের কথায় বেশ কয়েক বছর ধরে এই রাস্তাটি সাড়াই হয় না । গ্রামের সাধারণ মানুষ, সহ ছাত্র অনিক রায়, শিক্ষিকা - সাবিনা খাতুন, শিক্ষক-শুভঙ্কর সাহাদের দাবি অবিলম্বে এই রাস্তাটি সারাই করা হোক । প্রসঙ্গত, এই রাস্তাটি বেশিরভাগ অংশটাই দুটি পঞ্চায়েত মধ্যে এবং কিছুটা পরে বসিরহাট পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড এর আওতায় পরে। সীমান্ত লাগেয়াই হওয়ায় এই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত বিএসএফের গাড়িও চলাচল করে। স্থানীয়দের দাবি, যদি বিএডিপি প্রকল্পে এই রাস্তাটি সাড়াই করা হয় তাহলে ভালো হবে । এই বিষয়ে বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও কামেরার সামনে কিছু না বলতে চাইলেও, তিনি জানান এই বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানবেন এবং সেখান থেকে যেমন নির্দেশ আসবে সেই অনুযায়ী কাজ করবেন।

নতুন বন্দে ভারত রেকে ২৫টি বৈশিষ্ট্য

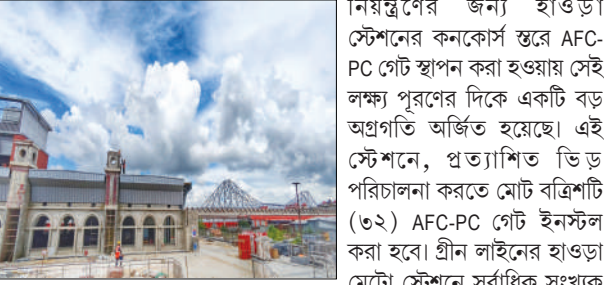
কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো্দী নয়টি (৯) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন, যার মধ্যে একটি হল পটনা - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। দেশীয়ভাবে তৈরি আধা-হাই-স্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ইতিমধ্যেই স্থল পরিবহনের দ্রুততম মাধ্যম হিসাবে যাত্রী এবং প্রস্রাধিকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি - গুয়াহাটি এবং হাওড়া - পুরীতে বিভিন্ন জনপ্রিয় রুটে চলা তিনটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পেয়েছে, যা যাত্রীদের মধ্যে একটি ক্রেজ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতের নাগরিকদের সেবায় সমস্ত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আনার জন্য সর্বদা সমৃদ্ধ। রেল মন্ত্রক, এই দিকে এগিয়ে চলেছে, যাত্রীদের আরও ভাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের রেকগুলিতে আরও বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে। আরও বেশি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার ক্রমাগত বিন্যাস বর্ধায় রেখে, খুব শীঘ্রই এই জাতীয় অভ্যাধুনিক হাইস্পিড ট্রেন চালু করা হবে। এই সমস্ত ট্রেনে নতুন রেকের সাথে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দে সংযোজন হিসাবে আরও বেশি বৈশিষ্ট্য থাকবে। এই সময়ে, নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রেকগুলিতে ২৫ টি উন্নতি করা হয়েছে।



প্রিয় সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, অরণ্য শাখার আহ্বানে জনসেবা আয়োগ থেকে আগত নবাগত সহকর্মী বন্ধুদের অভ্যর্থনা সভা। অভ্যর্থনা সভায় প্রধান অতিথি প্রিয় সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন এর আহ্বায়ক শ্রী প্রতাপ নায়েক মহাশয় সহ স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রী নবেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রী বারীন মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নবাগত সহকর্মীদের স্মারক প্রদান করা হয়।

হাওড়া স্টেশনে এএফসি-পিসি গेट স্থাপনের কাজ চলছে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : হাাঁ, আমরা সবাই জানি, কলকাতার মানুষ এই খবরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে! ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড স্টেশনের মধ্যে বেশিরভাগ স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এখন বৈদ্যুতিক, সৌন্দর্যবর্ধন এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ পুরোদমে চলছে এবং প্রায় শেষের দিকে। এই বছরের শেষ নাগাদ কাজগুলিতে চালানোর জন্য এই প্রসারিতটি চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একবার এটি হয়ে গেলে হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড যাতায়াত করা একটি কেকওয়াক হবে। হাওড়া এবং কলকাতা, এই শতাব্দী প্রাচীন যমজ শহরগুলি হুগলি নদীর নিচে মেট্রো পরিষেবা দ্বারা সংযুক্ত হবে। তুর্গতব্ব হাওড়া স্টেশন এখন চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছে এবং এই স্টেশনটি ৩৫ মিটার গভীরে দেশের গভীরতম মেট্রো স্টেশন হতে চলেছে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলার বাসিন্দারা ইস্টার্ন রেলওয়ের হাওড়া স্টেশনে নামার পরে এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শহরতলির পরিষেবাগুলি সহজেই মেট্রো পরিষেবা পাবেন। স্বয়ংক্রিয় ডাটা সংগ্রহ এবং যাত্রী



নিয়ন্ত্রণের জন্য হাওড়া স্টেশনের কনকোর্স স্তরে AFC-PC গेट স্থাপন করা হওয়ায় সেই লক্ষ্য পূরণের দিকে একটি বড় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এই স্টেশনে, প্রত্যাশিত ভি ড পরিচালনা করতে মেট বক্রিাশি (৩২) AFC-PC গेट ইনস্টল করা হবে। গ্রীন লাইনের হাওড়া মেট্রো স্টেশনে সর্বাধিক সংখ্যক AFC-PC গेट থাকবে। এর মধ্যে বিশটি (২০) টি গेट হবে দ্বিমুখী যা স্টেশন কর্মীদের পিক আওয়ারে যাত্রী চলাচলের দিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করতে সক্ষম করবে। এই ধরনের নতুন সয়তাতা যাত্রীদের হাওড়া মেট্রো স্টেশন চত্বরে অর্থপ্রাণবাহন এলাকার / থেকে সহজে প্রবেশ প্রাপ্তন করতে সক্ষম করবে যা যাত্রীদের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে। এই বিশটি (২০) দ্বিমুখী গাটের মধ্যে, দুটি (০২) হুইলচোয়ার - আবদ্ধ যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। সাধারণ যাত্রীরাও এই দুটি (০২) গेट ব্যবহার করতে পারবেন। বাকি বারোটি (১২) গাটের মধ্যে ছয়টি (০৬) প্রতিটি কেলনগাড়া যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য আলাদাভাবে নির্বেদিত হবে। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হলে এই সমস্ত ভাৱী-শুদ্ধ আধুনিক AFC-PC গेटগুলি চালু করা হবে। এই আধুনিক গेटগুলোর প্রতি মিনিটে ৪৫ জন যাত্রী বহন করতে পারে। এই গাটে যাত্রীরা তাদের মেট্রো টোকেন বা স্মার্ট কার্ড পাশ্ব করতে পারবে। এই গेटগুলিতে QR কোড স্ক্যানারও এমবেড করা আছে যাতে QR কোড-ভিত্তিক টোকেন থাকা যাত্রীরা এই গेटগুলির মাধ্যমে সহজেই এই স্টেশনে প্রবেশ/ প্রস্থান করতে সক্ষম হবে।

আধার কার্ড জাল করার অভিযোগে ধৃত যুবক

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, জয়নগর, ২০ সেপ্টেম্বর : লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পেতে স্ত্রীর আধার কার্ড জাল ও চিটিংবাজী করার অভিযোগে জয়নগর থানার রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ধৃত এক যুবককে বুধবার জয়নগর থানা থেকে পাঠানো হলো বারুইপুর মহকুমা আদালতে। পুলিশ ও জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, জয়নগর এক নম্বর ব্লকের দক্ষিণ বারাসতের রামচন্দ্র পুর এলাকার বাসিন্দা



গৌতম মন্ডলের স্ত্রীর বয়স ২০ বছর, কিন্তু ২৫ বছর না হলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা মেলেনা, আর সেই কারণে স্ত্রীর আধার কার্ড জাল করে সে বলে অভিযোগ। নিজের সাইবার ক্যাফে তে নকল আধার কার্ড তৈরি করে স্ত্রীর জন্মসাল ২০০৩ এর পরিবর্তে ১৯৯৬ সাল করেছে সে।আর সেই জাল আধার কার্ডের প্রতিলিপি নিয়ে সম্প্রতি জয়নগর ১ নম্বর ব্লক দপ্তরের দূর্য্যের সরকারের শিবিরে এসে লক্ষ্মীর ভান্ডার এর প্রকল্পে স্ত্রীর নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করে গৌতম। আধার কার্ডের প্রতিলিপি দেখে সন্দেহ হয় ব্লকের এই বিভাগের আধিকারিকদের। তাকে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকে দেখা করতে বলা হয়। আর গৌতম জাল আধার কার্ড নিয়েই দেখা করে। আর এই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সন্দেহ হয় কোথাও একটি গোলমাল আছে। ওই তরুণী এর আগে জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদন খতিয়ে দেখে জন্ম সনদে গোলমাল ধরা পড়ে যায়। গৌতমকে চেপে ধরতেই অপরাধ স্বীকার করে নেয় সে। আর মঙ্গলবার জয়নগর ১ নম্বর বিডিও সত্যজিত বিশ্বাসের রিফে জয়নগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এ যুবককে। জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস বলেন, নকলের সঙ্গে আসলের কিছুটা তফাৎ ছিল। আর সেটা দেখেই সন্দেহ হয় আমাদের তার পরেই ওকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই স্বীকার করে নেয় সে এবং তার পরেই আমাদের পক্ষ থেকে জয়নগর থানায় অভিযোগ জানানো হয় মঙ্গলবার এবং ওই দিনই যুবকটিকে তুলে দেওয়া হয় থানায়। বুধবার জয়নগর থানা থেকে ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এদিন জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে ধৃত যুবক গৌতম মন্ডল তার দোষ স্বীকার করে বলে সাংসারিক অনটনে তিনি এই কাজটি করতে বাধ্য হয়েছেন।

নতুন বন্দে ভারত ছুটেবে পুরী এবং রৌরকেলার মধ্যে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মরসুমের প্রাক্কালে, ওড়িশার জন্য দ্বিতীয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করা হবে পুরী-রৌরকেলা-পুরীর মধ্যে চালানোর জন্য। প্রধানমন্ত্রী ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে পুরী - রৌরকেলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং সারা দেশে আরও কিছু বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের কার্যত উদ্বোধন করবেন। বন্দে ভারত হল ভারতের প্রথম আদিবাসী সেমি হাই স্পিড ট্রেন এবং এর লক্ষ্য যাত্রীদের সম্পূর্ণ নতুন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা। গতি, নিরাপত্তা এবং পরিষেবা এই ট্রেনের বৈশিষ্ট্য। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উচ্চতর বিশ্-শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সহ সবচেয়ে আরামদায়ক যাত্রা অফার করে। উড়িষ্যার কিছু প্রধান শহরের সংযুক্ত করা যেমন ভুবনেশ্বর, কটক এবং সম্বলপুর, এই ট্রেনটি পুরী এবং রৌরকেলার মধ্যে ভ্রমণের সময় কমিয়ে তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী, ছাত্র এবং পর্যটকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। ২০৮৩৬। ২০৮৩৬ পুরী-রৌরকেলা-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (শনিবার ছাড়া সপ্তাহে ৬ দিন) ২০৮৩৬ পুরী-রৌরকেলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পুরী থেকে ০৫.০০ টা ছাড়বে এবং একই দিনে ১২.৪৫ টায় রৌরকেলা পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ২০৮৩৫ রৌরকেলা-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রৌরকেলা থেকে ১৪.১০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২১.৪০ টায় পুরী পৌঁছাবে। ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে সুন্দারো রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, চুন্দানারা, আঙ্গুল, সম্বলপুর সিটি এবং ঝাড়সুগুডাতে।

অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল সহ বিভিন্ন দাবিতে সিইএসসি এর আঞ্চলিক অফিস ঘেরাও বিজেপির



শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, যথেষ্ট বিদ্যুৎ বিল, লো-ভোল্টেজ এবং লোডশেডিং - এর প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে হাওড়া সদর বিজেপির ডাকে হাওড়া সিইএসসি অফিস অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। ওই অভিযানের নেতৃত্ব দেন বিজেপি হাওড়া সদরের সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা উমেশ রাই সহ অন্যান্যরা। সালকিয়া কিংস রোড মোড়ে জমায়েতের পর বিজেপির নেতৃত্ব এদিন আন্দোলন।

অবশেষে সব জটিলতা কাটিয়ে বাঙালির পাতে আসছে পদ্মার ইলিশ



দুরন্ত বার্তা , কলকাতা , ২০ সেপ্টেম্বর : অবশেষে কটিল এগ্রিমেন্ট ও ট্রেড লাইসেন্স জটিলতা। সম্ভবত বুধবার বিকেল বা রাতেই পশ্চিমবঙ্গে রওনা হচ্ছে পদ্মার ইলিশ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সদস্যের একটা বড় অংশ জি- ২০ মারিটের জন্য ভারতে এসেছিলেন। ফলে পূর্বাভাস থাকলেও ১৬ সেপ্টেম্বরের ইলিশ রফতানির সরকারি সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়েনি। রান্না পুজোর আগে ১৭ সেপ্টেম্বর ঢোকেই ইলিশ। সঙ্গে দোসর ছিল ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত কিছু জটিলতা। সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে দুই থেকে পাঁচ দিনের ব্যবধানে ধাপে ধাপে পর কটিল জটিলতা। এগ্রিমেন্ট সই সাবুদের পর এবার পাতে বাংলাদেশের ইলিশ পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ৭০ জন ভারতীয়

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকভাবে রাজ্য দেবানন্দপুর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ ধার্য করা হয়েছে। রাজ্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানে গড়ে তোলা হবে দু’টি তোরণ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থানকে পর্যটন কেন্দ্রের তকমা দিল রাজ্য সরকার। ১৮৭৬ সালে হুগলির দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম হয়েছিল কথাসিদ্ধী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। অবশেষে তার জন্মস্থানকে পর্যটন কেন্দ্রের তকমা দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি মন্দিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্য পর্যটন দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের তরফে এই ঘোষণা করেন টুঁহুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। বিধায়ক জানান, মন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই তিনি এই ঘোষণা করেছেন। জানা গিয়েছে, কথা শিল্পীর জন্মভিটের সংস্কার কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য দেবানন্দপুর পর্যটন কেন্দ্রে গড়ে তুলতে প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ করবে। মূলত, রাজ্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানে গড়ে তোলা হবে দু’টি তোরণ। সংস্কার করা হবে শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের পেয়ারী পণ্ডিতে পরে পাঠশালা। একইসঙ্গে সংস্কার করা হবে সংগ্রহ শালা। শিব মন্দির। জোড়া মন্দির সংলগ্ন এলাকার প্রাচীর নির্মাণ। আরও জানা গিয়েছে, সংস্কার করা হবে স্মৃতি মন্দির চত্বরে

আইডি-র রোগী নিপা কিনা, সে ব্যাপারে এখনও খন্দে বিশেষজ্ঞরা

দুরন্ত বার্তা , কলকাতা , ২০ সেপ্টেম্বর : ডেঙ্গি- ম্যালেরিয়ার চোখ রাঙানির মধ্যেই এবার নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক এবার এ রাজ্যে। নিপা আক্রান্ত সন্দেহে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কয়েক থেকে আসা এবংও নমুনা পাঠানো হয়নি পুণের এনআইডি-তে। তবে খুব তাড়াতাড়ি নমুনা পাঠানো হবে বলে বেলেঘাটা আইডি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা, তা জানার কোনও উপায় নেই পশ্চিমবঙ্গে। কারণ, এখনও পূর্ব ভারতে এরকম কোনও পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। মানুষের শরীরে নিপা ভাইরাস সংক্রমণকে চিহ্নিত করার জন্য ভরসা করতে হয়, পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি। বিশেষজ্ঞদের অনেকের অভিমত, যে সব বাতুড় ফল খায়, সেই ‘ফ্রেট ব্যাট’ কেউই ছড়ায় নিপা ভাইরাস। ইতিমধ্যেই কেৱলে চিহ্নার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিপা ভাইরাস। এখনও

হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগীর সন্ধান মিলনো

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : হাওড়ার মালিগাঁঘড়ার ঘুমুড়িতে জয়সোয়াল হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগীর সন্ধান মিলনো। বেলেড় থানার পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৮ সেপ্টেম্বর বেলেড় থানায় একটি নির্খোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় সিসিটিভির মাধ্যমে জানা যায় যে উনি নিজে গত ১৭ তারিখ ওই হাসপাতাল থেকে সোয়া ১২টা নাগাদ হেঁটে বেরিয়েছিলেন। এবং সিসিটিভি ফুটেছে দেখা গেছে যে তিনি জি টি রোড ধরে বালির দিকে হাটছিলেন। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, মালিগাঁঘড়া এলাকার ওই রোগী শকুন্তলা ভার্মা (৬৮) হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তিনি নিজেই বুধবার তাঁর বাড়িতে ফিরে আসেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পারে শকুন্তলাবৌী মানসিকভাবেও অসুস্থ ছিলেন। এবং গত ২ দিন ধরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ছিলেন। পুরো ঘটনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

মিছিল নিয়ে হাওড়ার সিইএসসি অফিসের সামনে আসে। পুলিশ সেখানে ব্যারিকেড করে বিজেপি কর্মীদের বাধা দিলে সেখানে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধুন্তাধুন্তি বেঁধে যায়। বিজেপি কর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙে সামনে যাবার চেষ্টা করে। এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বলেন, দিনের পর দিন অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিদ্যুৎ বিলও অস্বচ্ছ। এটা দিনের পর দিন চলতে পারে না। যেখানে বিদ্যুৎ চুরি হয় সেখানে সিইএসসি কর্তৃপক্ষ যায় না। সেই বিল চাপিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের উপর। মনোপালি ব্যবসা হওয়ায় যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। সেইজন্য সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এদিন ডেপুটিশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। পরবর্তীকালে লাগাতার আন্দোলনে নামবে বিজেপি। এই আন্দোলন শুধু হাওড়াতেই নয়, অন্য জায়গায়ও হবে এই আন্দোলন।

শহর জুড়ে জোড়া উৎসব, প্রবল শব্দে জব্দ জনজীবন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২০ সেপ্টেম্বর : জোড়া উৎসবে মাতলো সরশুনা, গল্ফগ্রিন থেকে শুরু করে মালিকতলা ও টালা। সোমবার ছিল বিশ্বকর্মা পুজো আর মঙ্গলবার গণেশ চতুর্থী। সেভাবে দেখলে রবিবার থেকেই উৎসবের পালে হাওয়া লেগেছিল, যে কারনে রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল মণ্ডপে বস্ব বাজানোর তোড়জোড়া। দুপুর পেরোতেই তা তারস্বরে বাজতে শুরু হয়। যা বেজে চলেছিল রাত পর্যন্ত। বিশ্বকর্মা পুজোর এক দিন আগে থেকে শুরু হওয়া শব্দের এই ‘তাণ্ডবে’ অতিষ্ঠ বহু এলাকার বাসিন্দারা আওয়াজ কমানোর অনুরোধ জানিয়ে থানায় ফোনও করেন উল্ল্যোক্তাদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাতে কাজ হয়নি বালি অভিযোগ। শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ একেই অভিযোগ, শব্দ দানবের তান্ত্বে অতিষ্ঠ জীবন। বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন গণেশ চতুর্থী থাকায় এই দৌরায়্য বেড়েছে আরো। দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরের ব্যানার্জি পাড়ার বড় অংশ মুড়ে ফেলা হয়েছিল মাইক এবং বক্সে। উপলক্ষ, একটি অটো রুটের ইউনিয়ন পরিচালিত বিশ্বকর্মা পুজো। রবিবার থেকে শুরু হওয়া সেই উৎসব মঙ্গলবারেও শেষ হয়নি। সরশুনা, পর্শশী, গল্ফগ্রান, যাদবপুর, টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন, বাগবাজার, উল্টোডাঙা, মালিকতলা ও টালা এলাকাতেও পুজো ঘিরে গত দু’দিনের ছবিটা প্রায় একই রকম ছিল। এই শব্দের দাপটে সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়ছেন শিশু, বয়স্ক এবং পোষোরা। পরিস্থিতির জেরে বেশ চিন্তায় রয়েছেন শহরবাসী। বহু ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন বধির থেকেছে বহু দাবি স্থানীয়দের। ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের প্রশ্ন, বিশ্বকর্মা পুজোতেই যদি এই অস্বাস্থ্য হয়, তা হলে দুর্গাপুজো বা কালীপুজোয় কী হতে চলেছে? একই আশঙ্কা পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদেরও। যদিও পুলিশের দাবি এসব ক্ষেত্রে নজরদারি চলে, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

আজ থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যের পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে আধার কার্ড তৈরির ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২০ সেপ্টেম্বর : স্কুল শিক্ষা দফতরের সমীক্ষা অনুযায়ী রাজ্যের প্রায় ৯ লক্ষ পড়ুয়ার কাছে আধার কার্ড নেই। আধার কার্ড না থাকতেই বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পড়ুয়ারা। এই সকল পড়ুয়াদের আধারকার্ড করতে এবার বিশেষ উল্ল্যোগ নিচ্ছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। সূত্রের খবর, রাজ্য জুড়ে ২৭৫ টা ক্যাম্পে আধার কার্ড তৈরি হবে। মুতেকটা ব্লকে আধার ক্যাম্প তৈরি করা হবে। সেখানেই আধার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২৭৫ টি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া চলবে। শিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও পড়ুয়ারাই আধার কার্ড তৈরি করতে কোনও ফি লাগবে না। প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্তকরণের কাজ আপাতত শুরু হচ্ছে। আপাতত প্রত্যেক ব্লকে দুটি করে এনরোলমেন্ট সেন্টার খোলা হলেছে। সেখানে পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও-দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ছাত্রের অভিভাবকরা। বুধবার থেকেই নাম নথিভুক্তকরণের জন্য ক্যাম্প খোলা হচ্ছে। তবে বুধবারের মধ্যেই সব জায়গায় ক্যাম্প খোলা সন্তুষ্ট না হতে পারে বলে শিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। তবে আগামী এক-দু’দিনের মধ্যেই সব জায়গায় ক্যাম্প খোলা হয়ে যাবে। সূত্রের খবর , বেসরকারি সব স্কুলের পড়ুয়া ও এই ক্যাম্প থেকে আধার কার্ড করতে পারবে।

‘শৌচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা’ রাজ্যে প্রথম গড়ে উঠছে হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা বিধানসভা তথা আমতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির ‘রামটিয়া’ গ্রাম পঞ্চায়েতে ইউনিয়নসেধের তত্তাবধানে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠছে ‘শৌচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা’ । রাজ্যের মধ্যে এই প্রকল্প প্রথম গড়ে উঠছে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর মারফত জানা গেছে। আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার জন্য এক বিধা জমি নেওয়া হয়েছে বলে আমতা ২ নং ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। যে গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রকল্পটি গড়ে উঠছে সেই ‘রামটিয়া’ গ্রাম পঞ্চায়েতই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার জন্য জমির ব্যবস্থা করেছে। এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক বলেন, ‘এই প্রকল্পটির কাজ জোরকদমে চলছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পটি চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে’ । বিভিন্ন রকমকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই সেসপুল যন্ত্র দেওয়া হয়েছে বলে হাওড়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এই সেসপুল যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার শৌচাগার থেকে বর্জ্য তোলা হয়ে থাকে। সমস্যা হল ওই শৌচ বর্জ্য ফেলার ক্ষেত্রে। ঐ শৌচ বর্জ্য অনেক দূরে পুরসভার এলাকায় ফেলা হয়। শুধু এই সমস্যাই নয়, নানা পরিষরের পক্ষ থেকে শৌচ বর্জ্য তুলে যত্রতত্র ফেলা হয়। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। ‘শৌচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা’ এই নতুন প্রকল্পে শৌচ বর্জ্য প্যাঁচল ফেলা জায়গায় ফেলা হবে। আমতা ১, আমতা ২, উদয়নারায়ণপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের পরিবার গুলি থেকে শৌচ বর্জ্য তুলে এনে ঐ নির্দিষ্ট প্যাঁচল ঘেরা জায়গায় ফেলা হবে। তারপর ওই শৌচ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সার তৈরি করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

পরপর দুদিন বাতিল দুয়ারে সরকারে জেলা প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ

শুভদ্রর দে, হুগলি, ২০ সেপ্টেম্বর : পঞ্চায়েত কর্মচারীদের আন্দোলনের জের, পরপর দুদিন বাতিল হয়ে গেল দুয়ারে সরকার শিবির। পরিষেবার খোঁজে শিবির এসে ফিরে গেলেন অনেকে। অবশেষে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মিলি সমস্যা। মঙ্গলবারও অচল পাড়ুয়ার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম। হল না দুয়ারে সরকার শিবির। সোমবার থেকে পাড়ুয়ার ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা বিক্ষোভে সাহিল হয়েছেন পাড়ুয়া বিডিও অফিসে। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিডিওর ঘরের সামনে ধর্মীয় বাসেছেন তারা। কর্মীদের দাবি, তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

অভিযোগ, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েতের মিছিলে হুলের চাবি না পেয়ে পঞ্চায়েত কর্মীদের অসুখ ভাষায় আক্রমণ করেছেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। এরই বিচার চেয়ে পাড়ুয়ার সমস্ত পঞ্চায়েতের কর্মীরা বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন। সোমবার কর্মীদের আন্দোলনের জেরে সিমলগাড়ি ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েত দুয়ারে সরকার শিবির বাতিল হয়। একইভাবে হরাল দাসপুুর দুয়ারে সরকার শিবির করতে পারেনি পাড়ুয়া ব্লক প্রশাসন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ পাড়ুয়া বিডিও অফিসে যান সদর মহকুমা শাসক সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আন্দোলনকারী পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা বলেন। পাড়ুয়া বিডিওর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যাবার সমঝ বনেল, ‘জেলাশাসক কে যা বলার বলব।’ পঞ্চায়েত কর্মচারী নিমাই রায় বলেন, ‘আমাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেই কারণে আমরা দুদিন পেনে ডাউন করেছিলাম। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।’ জেলাশাসক সদর মহকুমা শাসককে পাঠিয়েছিলেন। আমদের সঙ্গে কথা হয়েছে মহকুমা শাসক বসেছেন এরপর এই ধরনের কোন ঘটনা হলে আইনগত বা ব্যবস্থা সেটা নেওয়া হবে। আজ থেকে কাজে যোগ দেবেন কর্মীরা। তৃণমূল হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন বলেন, ‘যেটা ঘটেছে সেটা দুঃখজনক ঘটনা। আমি নিজে সঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি। কথা বলেছি প্রশাসনের সঙ্গেও। পঞ্চায়েতে যারা কর্মচারী আছেন, তারা মানুষকে পরিষেবা দি। এখন দুয়ারে সরকার চলছে। বাকি এই ঘটনার পরিস্থিতিতে দলগতভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা আমরা বো।’ ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার। ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হবে শিবির। প্রথম পর্বে ১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আবেদন নেওয়া হয় দুয়ারে সরকার শিবিরগুলিতে। ১৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হবে। সেটা ৩৫ টি থেকে ৩৫ টি পরিষেবা এবারের শিবির থেকে। দুদিন এলাকাবাসী পরিষেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ।



আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাতাঁ

যাত্রা শুরু ‘পার্লামেন্ট হাউস অব ইন্ডিয়া’র

নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করলেন লোকসভার স্পিকার ওম প্রকাশ বিড়লা। সঙ্গে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সবাই মিলে এদিন নতুন সংসদ ভবনটির উদবোধন হল। এটাকে

সম্পাদকীয় ১

এদিকে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদি এখন রাষ্ট্রগুরুতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি মুহুঁহিতে গিয়ে তিলক সন্মান গ্রহণ করেছেন। তিনি দেশের ঐতিহ্যকে বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের কথা বলতে শুরু করেছেন। ভারতীয় শাস্ত্র সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানের যোগসূত্র তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন। আসলে এই সব হচ্ছে লোকসভার চমক। মহিলা সংরক্ষণ বিলও লোকসভার নির্বাচনী চমক বলতে শুরু করে দিয়েছেন বিরোধী দলের নেতারা। বিরোধী দলের সমানে প্রধানমন্ত্রী এদিন দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিন্তু সেখানে মণিপুরের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানের যোগসূত্র তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন। আসলে এই সব হচ্ছে লোকসভার চমক। মহিলা সংরক্ষণ বিলও লোকসভার নির্বাচনী চমক বলতে শুরু করে দিয়েছেন বিরোধী দলের নেতারা। বিরোধী দলের সমানে প্রধানমন্ত্রী এদিন দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিন্তু সেখানে মণিপুরের কোনও কথা ছিল না। দেশের বেকারদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও কথা ছিল না। জি-২০ সম্মেলনের ফল কী রকম হল তা নিয়ে একটি কথাও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু সংসদ চর্চার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু থেকে শুরু করে প্রাক্তন বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী, নরসিংহ রাও, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি এদের নাম উল্লেখ করেছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এদের অবদানের কতা বলেছেন বটে। তবে সেখানে কংগ্রেসের কোনও নাম গ্রহণ করেননি। তিনি কংগ্রেসের নাম উচ্চারণ না করে গান্ধিজির নাম গ্রহণ করেছেন। আসলে রাজনৈতিক চমক দিতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এদিকে কংগ্রেসের সাংসদেরা তারা সংবিধানকে সমানে রেক্ষে নয়া সংসদ ভবনে পা রেখেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে প্রথম দিকে গিয়ে বসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন সেট্রাল হল, লোকসভা এবং রাজসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। একদিনে এত দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে আগে তাঁকে দিতে দেখতে পাওয়া যায়নি। নতুন সংসদ ভবন এসে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরমোহন সিং এবং সনিয়া গান্ধি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এদিন সবাই উপস্থিত ছিলেন। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদেরকে এক সঙ্গে নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি। বিজেপি দলের সাংসদেরা মোদি ধর্মানিতে নেতাভাষাত্রা করে নতুন সংসদ ভবন প্রবেশ করলে কংগ্রেসের নেতারা সাংসদ ভবনে প্রবেশ করে সংবিধানকে মাথায় রেখে। কংগ্রেস নেতা বেণুগোপাল বলেছেন, আমরা নতুন সংসদ ভবনে ঢুকছি। সেই কারণে সংবিধানকে মাথায় রেখে নতুন ভবনে প্রবেশ করছি। এর চেয়ে বেশি সম্মান আর কাউকে দেওয়া যেতে পারে না। কংগ্রেস কখনও ব্যক্তি পূজো করে না। কংগ্রেস দলের একটি নিজস্ব নীতি রয়েছে তাকে পালন করতে বাধ্য কংগ্রেস সাংসদেরা।

এখন ডিজিটাল ভারত যুগ!

আজকে যে যুগটা পড়েছে সেটা সফটওয়্যারের যুগ বলা যেতে পারে। ডিজিটাল ভারত বলা যেতে পারে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থা এমনকী প্রশাসনও এখন ভার্চুয়াল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অজল

সম্পাদকীয় ২

বিহারী বাজপেয়ী এটাকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি কোনও ধর্মীয় মন্দির দর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনে না। তিনি মানব ধর্মের প্রধান মন্দির হচ্ছে আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যারা। শুধু ধর্মীয় মন্দির ভারতে বহু রয়েছে। এক পা ফেললে বহু মন্দিরের দর্শন মেলে। কিন্তু তাদের কাজ তো শুধু পূজা অর্চনা করা। আর তাদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু একটি তথ্য প্রযুক্তি দক্ষরে, বা একটি কলকারখানা যেভাবে মানব সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম সেটা আর কোনও মন্দিরের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণে আজকের যুগে মন্দির হচ্ছে আধুনিক শিল্পকলাগুলো যা দিয়ে মানব জাতির উন্নয়নের সোপান। আধুনিক যুগে চলবান বিশ্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবে প্রতিটা ভারতবাসী সেই সব শিল্প মন্দির তৈরি করতে হবে। সেটা করতেই উৎসাহী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী। আর আজকে সেই থিয়োরিটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। অতীতে দিকে টেনে সমানে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতীত কোনও সময়ে বর্তমান হতে পারবে না। অতীতে যদি জোর করে টেনে সামনের দিকে নিয়ে আনা হলে ভারতের অগ্রগতি একেবারে থমকে যাবে। শুরু হয়ে যাবে ভারতের অগ্রগতির সিং। ১৯৫২ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস্তুপের ‘প্রাণ প্রতিষ্ঠা’ প্রসঙ্গে নেহরুর আপত্তি এবং অসহযোগিতার নিয়ে সর্বর মধ্যে সঙ্ক পরিবার। সব মিলিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নেহরু মন্দির মতাদর্শ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের কানহাইয়া কুমার মুন্সি তাঁর ‘প্রিলগ্রিমেজ টু ফ্রিন্দ’ বইটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন দৈদা। তিনি বলেছেন, নেহরুর ভারতীয় ছিল ইউরোপের ঢেখে দেখা ভারত। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভগবতগীতার আদর্শকে থেকে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় থেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তারা।



কালী সাধক রামপ্রসাদ

মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাজ এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিত্রস্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল।

আলিপুর বোমা হামলা

অভিযুক্তদের ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)
১৯০৮ সালে ৪ মে তালিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির কাছে ইংরেজি ভাষাতে ১৮ বছর বয়সী অভিযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়ের স্বীকারোক্তি : আমার পিতার নাম তারকনাথ রায়। আমি জাতে কায়স্থ এবং পেশায় তালুকদার। আমার বাড়ি মৌজা শ্রীফলতলা। থানা খুলনা। জেলা খুলনা। আমি থাকি ৩২ মুরারি পুকুর রোড, মানিকতলায়। প্রশ্নঃ আপনি কি একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তরঃ হ্যাঁ। আমি ইতিমধ্যে একটি বিবৃতি তৈরি করেছি। প্রশ্নঃ আপনি কি এটাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারালয়ে পাঠ করাতে চান। জানা দরকার যে এচা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তরঃ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। প্রশ্নঃ কেউ কি আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে? উত্তরঃ না। প্রশ্নঃ আপনার বলার কিছু আছে? উত্তরঃ আমি ৩২ মুরারিপুকুর রোডে থাকি। দেড় মাস ধরে গীতা অধ্যয়ন করেছি এবং বোমার খোল তৈরি করেছি। প্রশ্নঃ কোন পরিস্থিতিতে আপনি সেখানে গিয়েছিলেন? উত্তরঃ বরেন বাবুর সাথে আমার দেড় মাস আগে কলেজ স্কোয়ারে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁর নাম আগে থেকেই জানতাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন একটি গোপন সোসাইটি রয়েছে এবং বলেছিলেন যে আমি ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে যোগদানের অনুমতি দিতে পারেন। প্রশ্নঃ তিনি কি বলেছিলেন এর উদ্দেশ্য কী? উত্তরঃ না । আমি আগেই জানতাম যে এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে বিদেশি চোয়াল থেকে মুক্ত করা এবং একটি উন্নত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রশ্নঃ আপনি কোথায় শিক্ষিত হয়েছিলেন? উত্তরঃ আমি খুলনার আজিগোওরা উচ্চ বিদ্যালয় পড়েছিলাম এবং ১৯০৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করে। তারপরে দুই মাস বাড়িতে ছিলাম। কারণ আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারি জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম। বারীনাবুর আমন্ত্রণে আমি সোসাইটিতে যোগদান করি এবং ৬২ মুরারি পুকুর রোডে থাকতে যাই। সেখানে যাওয়ার কয়েকদিন পরে বারীনাবু, বিভূতি সরকার এবং প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে গোলা তৈরি করতে লাগলাম। প্রশ্নঃ এই গোলাগুলি দিয়ে কিছু করা হয়েছিল? উত্তরঃ হ্যাঁ। চন্দননগর মেয়রকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছি। আমি, বারীনাবু এবং শ্রীরামপুরের একজন লোকের সাথে যার নাম জানি না কে সঙ্গে ছিলাম। আমি তার ৯টায় বোমা ছুঁড়ে ছিলাম। যে যার মেয়ার তাঁর স্বীকারে নিয়ে খাবার গ্রহণ করেছিলেন। বোমা

ফাটেনি। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আরা তিনজনে স্ট্রাও রোডে মিলিত হই। বারীনাবু আমাকে মেয়রের বাড়ি দেখিয়েছিলেন এবং তারপরে আরা তিনজন মেয়রের বাড়ির কাছে গিয়েছিলাম। বারীন এবং শ্রীরামপুরের লোকটি একটি গলিতে চলে গেল। প্রশ্নঃ আপনি অন্য কোনও ঘটনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন? উত্তরঃ না। প্রশ্নঃ আপনার আর কিছু বলার আছে? উত্তরঃ আমার জীবন উৎসর্গ করার মূল উদ্দেশ্য হল দেশে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। প্রশ্নঃ কে আপনাকে এই ধারণাগুলি শিখিয়েছে? উত্তরঃ আমি সেগুলি ইতিহাস অধ্যয়ন করে শিখেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করেছি। সাক্ষর : এল বার্লি, ৪ মে, ১৯০৮ সাল। প্রশ্নঃ ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির সমানে স্বীকারোক্তি দেনা। প্রশ্নঃ আপনি কী আমাকে একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তরঃ হ্যাঁ। প্রশ্নঃ আপনি কি বোয়েন আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং আপনি যদি আমার কাছে বিবৃতি দেন তাহলে তা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তরঃ হ্যাঁ। প্রশ্নঃ আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য পুশি কি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? উত্তরঃ না। প্রশ্নঃ আপনার ইতিহাস কি? উত্তরঃ আমার বাবা একজন ছোট জমির মালিক। আমরা চার ভাই যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রশ্নঃ প্রেফতারদের কাদের সঙ্গে কি আপনার সাথে সম্পর্কিত ছিল? উত্তরঃ হেমেন্দ্র কুমার এবং শিশির কুমার আমার পিতার মাতাতো ভাইয়ের ছেলে। অরবিন্দ ঘোষ আমার মামা ভূপালচন্দ্র বসুর জামাতা। প্রশ্নঃ আপনি কোথায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? উত্তরঃ ডিব্রুগড়ে যেটা ১৯০৭ সালে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপরে আমি পূর্ব বাংলার ভূমি রেকর্ড ও কৃষি বিভাগের সহকারি পরিচালক ভূপাল চন্দ্র বোসের বাড়িতে থাকার জন্য শিল্প গিয়েছিলাম। সেখানে ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকলাম। তারপরে খুলনা চলে গেলাম ন্যাশনাল স্কুলে পড়তে। আমি আমার মামা হেমন্ত কুমার মজুমদারের সাথে খুলনাতে থাকি। তিনি ওই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ডিসেম্বরের দিকে তাঁকে যথারি ন্যাশনাল স্কুলে বদলি করা হয়। তিনি চলে যাওয়ার পরে আমি খুলনার একজন উকিল যতীশ চন্দ্র ঘোষের সাথে থাকি যিনি আমার সম্পর্কের দূরের আত্মীয়। হেমন্ত চলে যাওয়ার পরে স্বামী বাসস্থান না মেলায় আমি স্কুলে যোগ দিই নি। আমি জানুয়ারিতে

খলিস্তানপন্থী নেতা খুনে কানাডা-ভারত মতবিরোধ

এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা এই তথ্য হাতে পেয়েছে এবং কানাডার গোয়েন্দা দফতর তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। কানাডার নাগরিকদের বিদেশি স্কিউ হত্যা করলে তা কিন্তু দেশের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করা হয়ে থাকে এই রকমের মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো। সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি ভারত সরকারকে এগিয়ে আসতে বলেছেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির পরই সেখানকার বিদেশে মন্ত্রী মেলানি জোলি ভারতীয় কূটনীতিক পবনকুমার রাইকে বহিস্কারের কথা বলেছেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভারতকে উত্তেজিত করা তাদের লক্ষ্য নয়। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে কানাডা সরকার। ভারতকে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ভারতকেও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। ভারতের পক্ষ থেকে এই দাবিকে একেবারে ন্যায্য করে দেওয়া হয়েছে। ভারত থেকে বলা হয়েছে এটা একটি উদ্ভট অভিযোগ এবং এর কোনও ভিত্তি নেই। ভারতের বিদেশে মন্ত্রক শেখ বলা হয়েছে যে ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় সংহতির বিরোধী শক্তিকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে কানাডা সরকার। সেখানে খলিস্তানপন্থীরা ভারত বিরোধী পদযাত্রা করছে এবং ভারতের জাতীয় পতাকাকে অপমানিত করছে। কানাডা সরকার এই সব খবকে কানাডা সরকার এ ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় শিখরা বেশি বসবাস করে। কানাডায় দশ লক্ষ ভারতীয় বসবাস করে। এদিকে ভারত সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে কানাডায় ভারতীয়া যাতে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে। আবার কানাডা সরকার ভারতের যাওয়ার ব্যাপারে সেখানকার পর্যটকদের সাবধান করে দিয়েছে। কানাডার সঙ্গে ভারতের অবাধ বাণিজ্য পরিবেশ তৈরি করার কথা উঠেছিল। জুন মাসে নিজ্জর হত্যার পর থেকে কানাডা সরকার এ ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এ বছর চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল। কানাডা সরকার এখনও এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। চিনের সঙ্গে ভারতের একাধিকবার সীমান্ত সংঘর্ষ হয়েছে। তবুও ভারত চিন

কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেস এ ব্যাপারে মোদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে পাঞ্জাবে একজন কংগ্রেস নেতা খুন হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার হত্যার দায় স্বীকার করেছে একজন খলিস্তানপন্থী আরশ দল্লা। এই খলিস্তানপন্থীটি কানাডার আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত কানাডার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেন, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া। যে খলিস্তান নেতাকে থিরে এত কাণ্ড গত বছরে ভারত সরকার তাঁর মাথার দাম ধরে ছিল দশ লক্ষ টাকা। পাঞ্জাবের জলন্ধরে এক পুরোহিত খুনের মামলায় তিনি অভিযুক্ত। খলিস্তান টাইগার ফোর্স এবং শিখস ফর জাস্টিস কানাডা শাখার নিজ্জর এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে ২০০৭ সালে এক সিনেমা হলে বিশেষায়ণ এবং ভারত কানাডা ও আমেরিকা মিশনকে আক্রমণে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। পাঞ্জাবের বাইরে কানাডাতেই ভারতীয় শিখরা বেশি বসবাস করে। কানাডায় দশ লক্ষ ভারতীয় বসবাস করে। এদিকে ভারত সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে কানাডায় ভারতীয়া যাতে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে। আবার কানাডা সরকার ভারতের যাওয়ার ব্যাপারে সেখানকার পর্যটকদের সাবধান করে দিয়েছে। কানাডার সঙ্গে ভারতের অবাধ বাণিজ্য পরিবেশ তৈরি করার কথা উঠেছিল। জুন মাসে নিজ্জর হত্যার পর থেকে কানাডা সরকার এ ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এ বছর চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল। কানাডা সরকার এখনও এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। চিনের সঙ্গে ভারতের একাধিকবার সীমান্ত সংঘর্ষ হয়েছে। তবুও ভারত চিন

দিয়েছেন। এর দেখভাল করতে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে মার্বেল প্যালেসের কোনও জিনিপদগ্নে হাত দেওয়া চলবে না। দূর থেকে দেখতে হবে। কাছে গিয়েও দেখতে পারে। তবে তাতে হাত তোললে ম্পর্ষ করা একেবারে নিষেধ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছবি তোলা একেবারে নিষিদ্ধ। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত এই প্রাসাদ পরিদর্শন করা যাবে।



রোডে ফিরে আসি এবং আমার ভাই ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেওয়ার গিয়েছিলাম। সেটা ছিল ৭ এপ্রিলের কথা। আমি ৯ বা ১০ মে পর্যন্ত থাকলাম। এরপরে ১৩ মে বাড়িতে যাই এবং ১৪ মে প্রেফতার হই। প্রশ্নঃ আপনি কতবার বাগানে থেকেছেন? উত্তরঃ প্রায় এক সপ্তাহ। আমি প্রতিদিন সেখানে যেতাম এবং রাতে ফিরতাম ৪৫ হায়রিসন রোডে। প্রায় এক সপ্তাহ দিনরাত সেখানে ছিলাম। প্রশ্নঃ সেখানকার সোসাইটির কী উদ্দেশ্য ছিল জানেন? উত্তরঃ আমাকে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রশিক্ষণের পরে আমাকে আমার দেশের সেবা করতে হবে। প্রশ্নঃ কীভাবে দেশের সেবা? উত্তরঃ যে কোনও পথকে অবলম্বন করার কথা ভেবেছিলাম। উপেনে কলেজ ছেড়ে আলমোড়ার মায়াবতীতে গিয়েছিলেন পরীক্ষার পরে আমি বেনারসে গিয়েছিলাম এবং আমার ভাইয়ের সাথে থেকেছিলাম এবং সেখানে যোগ সহ হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করেছিলাম। প্রায় এক বছর বেনারসে থাকার পরে মায়াবতীতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমার পুরানো বন্ধু উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে পেয়েছিলাম। মাত্রাজে রামচন্দ্র প্রভুর সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি সেখানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন পড়াশুনা করেছি এবং সঙ্গে ছিল আমার বন্ধুরাও। কাংড়া উপত্যকার ভূমিকন্না হয়ে উঠেনেকে দুঃস্থদের সাহায্য করতে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে সে চন্দননগরে যায় যখন লর্ড কার্জন জনগণের প্রার্থনা ও প্রতিবাদকে পদদলিত করে বাংলা ভাগ করেন তখন আমি নিজের কাজকে বন্ধ রেখে বাংলায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম অবশ্য স্বাধীনতা পেতে হবে এবং এটি সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো পাপ নয়। তাই আমি হরিদ্বারে এসে স্বদেশি প্রচার করি এবং কয়েকজন সাধুদের এই কাজ করতে প্ররোচিত করেছিলাম। সেখানে এক পাঞ্চিক ছিলাম এবং তারপরে বেনারসে ফিরে আসি। (ক্রমশ...)

হেরিটেজ মার্বেল প্যালেস

কলকাতার মার্বেল প্যালেস মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে এখনও রয়েছে। সেখানে সবাইকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। ১৮৩৫ সালে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ছিলেন নীলমণি দত্তের দত্তক পুত্র। মার্বেল প্যালেসের পূর্ব দিকে একটি জগন্নাথের মন্দির রয়েছে। বাড়িটি নিওক্লাসিক্যাল শৈলীতে তৈরি করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্পী থেকে শুরু করে বিদেশি শিল্পীদের চিত্রপটও

রয়েছে। ঠাকুর দালান থেকে শুরু করে প্রাসাদের বড় বড় ঘর রয়েছে। অতীত কালের বিশাল বেলজিয়াম কাচের ব্যালকনও রয়েছে। অতীত কালের খড়িও দেখতে পাওয়া যাবে। রাজেন্দ্র মল্লিকের শখ ছিল মিউজিয়াম রাখার। সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি বহু বিদেশি স্থাপত্য সংগ্রহ করে মার্বেল প্যালেসের নাম চারদিকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম



এত শৌখিন ছিলেন যে তিনি বিদেশ থেকে বহু বিখ্যাত শিল্প কীর্তি সংগ্রহ করে এখানে রেখে

দিয়েছেন। এই প্রাসাদ দেখতে এখন বিদেশ থেকে বহু দর্শকেরা এসে উপস্থিত হয়। তারা দূর থেকে দেশে মনে করে যে এটা প্রাসাদ সম্ভ্রত এক সময়ে ব্রিটিশ সরকারের ছিল। কিন্তু সেই ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। বাংলার রাজা রাজেন্দ্র প্রসাদ এত শৌখিন ছিলেন যে তিনি বিদেশ থেকে বহু বিখ্যাত শিল্প কীর্তি সংগ্রহ করে এখানে রেখে


IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
 Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000
 Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার গহনার নীলাম সম্পর্কিত জনসাধারণের নোটিশ

[illegible]

তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দাবি করে ঠিকাদারের সরকারি জমি দখল : নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : ইউনেসকোর কাছ থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রম ওয়ার্ডে হেরিটেজ তকমা দিয়েছে। সেই আশ্রম থেকে কিছুটা দূরেই সরকারি জমি জবরদখলের অভিযোগ। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে কংক্রিটের বিশাল বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ। খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বোলপুর মহকুমা শাসকের নির্দেশে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। আপাতত নির্মাণে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রাঙ্গণকে ‘ওয়ার্ড হেরিটেজ’ বলে ’ ঘোষণা করেছে। সেই আশ্রম থেকে কিছু দূরেই সরকারি জমি জবর দখলের অভিযোগে নির্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত বোলপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তালতোর এলাকায় সরকারি জমি জবর দখলের অভিযোগ। বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী কয়েক লক্ষ টাকার সরকারি জমি দখল করে কংক্রিটের আসান তৈরি করা হয়েছে। শাসক দল তৃণমূল দলীয় টিকাদার রবীন্দ্রনাথ লাহার বিরুদ্ধে এই সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ ওঠে। প্রশাসনের কোন স্তরের কোনরূপ অনুমতি ছাড়াই চলছিল নির্মাণ। খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বুধবার দুপুরে বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথের নির্দেশে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে যান বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকেরা। আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। এলাকা ঘিরে রেখে শুরু হয় জমি জরিপের কাজ। প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ছবিও তোলেন নির্মীয়মান আসানের।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ফিরল শ্রমিকের কফিন বন্দি দেহ

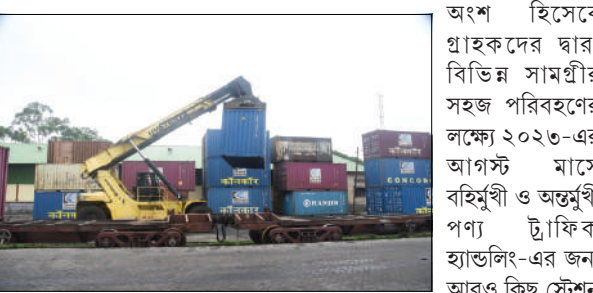
দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ সেপ্টেম্বর : এই রাজ্যে কাজের অভাব। ভিন ওপরে ১০০ দিনের কাজ নেই। সংসারের হাল ধরতে ব্যাধ হয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি পিছনে এই রাজ্যের বেঙ্গাল যুবকরা। টিক সেই রকমই বাড়ির সদস্যদের মুখে দুবেলা অন্ন তুলে দিতে ভিন রাজ্যে বাড়ি দিয়েছিল মালদার ইতেকপা শেখ। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হলো না। কফিন বন্দি দেহ ফিরলো গ্রামে। মৃত যুবকের দেহ দেখতে হাজার হাজার মানুষের দল। গোটা গ্রাম জুড়ে কান্না রোলা। জানা যায় মালদার ইংলিশল্যান্ড রক্‌সের ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের নতুন নাঘরিয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ইতেকপা শেখ। নাবালক ভাই, প্রতিদ্বন্দী বাবা এবং অসুস্থ মার মুখে হাসি ফোটাতে এবং দুই বেলা অন্ন তুলে দিতে এক মাস আগে গুজরাতের সুরাট টাওয়ারের কাজে পাড়ি দিয়েছিল ওই যুবক। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হলো না। গত শনিবার টাওয়ার থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তারা। বুধবার ভাঙ্গ কফিন বন্দি দেহ গ্রামে ফিরতে গোটা গ্রাম জুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগে ১০০ দিনের কাজ করত। আমরা বাড়ির কাছেই কাজ পেতাম। কিন্তু এখন ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। ফলে ব্যাধ হয়ে গ্রামের পুরকরা পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে। আর এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এই বিষয়ে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিদুল শেখ জানান, বিষয়টি খুব দুঃজনক। আমরা মৃত যুবকের প্রাণ রেখেছি। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মারা গেলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে সেই টাকা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি আগের দিনে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান জাহিদুল শেখ।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের নবগঠিত পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ পর্ব আজ থেকে শুরু করেছে। জোকর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে আজ থেকে জেলা পরিষদের সভাপতিত ও সহকারি সভাপতিদের দার দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। চার দিনের ওই কর্মসূচিতে ২০ টি জেলা পরিষদের সভাপতিত ও সহ সভাপতিরা অংশ নেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, পঞ্চায়েতের উন্নয়নের ভবিষ্য রূপরেখা তৈরি, নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতই এই প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পরবর্তী পর্যায়ে খাড়াপুর আইআইটি-র নেটার ফর রকাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেটিভ আন্ড সাস্টেনেবল টেকনোলজি ক্ষমতা বৃদ্ধির তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে। তাতে পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৬৪৫ জন সভাপতি অংশ নবেন। পরবর্তী ধাপে পঞ্চায়েত প্রধানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন উদ্যোগ

মালিগাঁও, ২০ সেপ্টেম্বর : পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ধরনের উদ্যোগগুলির



এরমধ্যে গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সজ্জ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৩-এর আগস্ট মাসে বহিমুখী ও অন্তর্মুখী পণ্য ট্রাফিক হ্যাভলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে লামডি ডিভিশনের অর্গতৗ জিানিয়ার স্টেশনটি ০৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখ থেকে লিফ্টঅন – লিফ্টঅফ অপারেশনের সাথে কন্টেইনার ট্রাফিক হ্যাভলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখ থেকে কাটিহার ডিভিশনের অর্গতৗ রত্নাপানী স্টেশনকে অন্তর্মুখী এটোমোবাইল ট্রাফিক হ্যাভলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। ১৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখ থেকে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অর্গতৗ নর্থ লখিমপুর স্টেশনকে বহিমুখী কয়লা ট্রাফিক হ্যাভলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখ থেকে রঙিয়া ডিভিশনের অর্গতৗ আজরা ও মির্জা স্টেশনকে অন্তর্মুখী ক্যালসিয়াম হেপ্টেটোলিয়াম কোক (সিপিসি) কনসাইনমেন্ট হ্যাভলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পোয়েছে, যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

বিপজ্জনক অবস্থায় চলছে বাঘার ১ পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্র : উদাসীন স্থানীয় প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ সেপ্টেম্বর : নেই কোন হুঁট-সিমেন্টের ঘর, নেই পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। বাচ্চাদের। একেবারে খোলা আকাশের নিচে বন্ধ হোক কীভাবে এই পরিবেশে বৃষ্টিতেও সেই ভাঙা আঁচালার নিচে চলে বাচ্চাদের পঠন-পাঠন। এই রকম অবস্থা বর্ধমান-১ ব্লকের বাঘার-১ পঞ্চায়েতের মাহিনগর বাগদীপাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। অভিযোগ, ফাঁকা জায়গায় চলছে রান্নাবান্না ও পড়াশোনা, নেই কোন স্থায়ী সেন্টার। সেন্টারে

বাচ্চাদের কোড়া পাড়ায়। ভাঙা টিনের ছাউনি, ভাঙা দেওয়াল, চারিদিক বন-জঙ্গল, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, ঠিক এমনই বেহাল দশা বাঘার-১ পঞ্চায়েতের মাহিনাগরের কোড়াপাড়া ৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। এই বর্ষাকালে যেমন ভাঙা টিনের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির জল, তেমনই প্রত্যেকদিনই কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে পরছে সাপ থেকে বিষার পোকামাকড়। এখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াশোনা, খাবার থেকে এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খাবার সব কিছুই এই কেন্দ্র থেকে হয়। এতো প্রতিকূলতার স্বে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালাচ্ছে কেরী। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পিণিশা মন্ডলের অভিযোগ, ঝড়ে উড়েছে টিনের ছাউনি চাল, হয়নি মেরামতি। এতেই ঢুকেছে বৃষ্টির জল, সঙ্গে কেন্দ্রের পাশের জঙ্গল থেকে ঢুকে পরছে বিষধ সাপ, পোকামাকড়। এতে চরম অসুবিধা হচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে। পাশাপাশি রান্না ঘরে বৃষ্টি জল পরছে, রান্নায় অসুবিধা হচ্ছে। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন কে জানিয়েছেন তারা। রাজ্যে একাধিকবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে টিকটিকি, আরশোলা, সাপ পাওয়া যাওয়ায় মতো ঘটনা ঘটছে। তারই মাঝে এই একটি বেহাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্থানীয় বাসিন্দা সোমা প্রামাণিকের অভিযোগ, যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা। তবে সেদিকে নজর নেই প্রশাসনের। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে স্থানীয় বাসিন্দা সকলের দাবী, মাহিনগর কোড়াপাড়া ৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র টি দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা প্রশাসন।

মিড ডে মিলের অনিয়মের অভিযোগ, বিক্ষোভে অভিভাবকেরা

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : সচিক সময়ে স্থলে না আসা ও মিড-ডে মিলে নিম্নমানের খাবার খাওয়ানো ও আরোও একাধিক অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বুধবার ঘটনাটি ঘটছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমন্দি থানার নয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিড- ডে মিলের নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে ও স্থুলে তাল লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখানলে অভিভাবকরা। বুধবার স্থুল চত্বরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থুলের প্রধান শিক্ষক তাপস নন্দীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও তোলেন অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের অভিভাবক প্রকাশ কুমার সরকার এর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল নিম্নমানের এমনকি রান্নাঘরের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর। এই অনিয়ম আজকের নয় দীর্ঘদিন ধরে এটা হয়ে আসছে। এই নিয়ে

বর্ধমানে রাস্তার উদ্বোধনে বিডিএ-র চেয়ারপার্সন



সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান ১ নং ব্লকের সরাইটিকর পঞ্চায়েতের সরাইটিকর গ্রামে একটি রাস্তার উদ্বোধন করলেন বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থা তথা বিডিএর চেয়ারপার্সন কাকলি গুপ্ত তা। জিটরোড সংগ্রহ সরাইটিকর মোড় থেকে চ্যান্ডেল এস এস কে স্কুল পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলি রাস্তাটি এলাকাসারীরা চলাচলের সুবিধার জন্য সংস্কার করা হয়। বিডিএ, সরাইটিকর ও বেলকাশ পঞ্চায়েতের যৌথ অধীনে থাকা ওই রাস্তাটির কাজ করা নিয়ে প্রথমে জটিলতার সৃষ্টি হলেও পরে তা বিডিএর তত্ত্বাবধানে সংস্কার করা হয়। বুধবার ওই রাস্তাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিডিএ-র চেয়ারপার্সন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ১ নং ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য্য, বিডিএর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শঙ্কর বিশ্বাস, পঞ্চায়েত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : উত্তর দিনাজপুরের দোমোহনা- সোলপাড়া রাজ্য সড়কের ভবানিপুরে বিস্কুট কিনে বাড়ি ফেরার পথে মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৫ বছরের শিশুর। বুধবার সকালে পাড়ে ছহাটায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম নইমুদ্দিন শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে বাড়ির সাননে রাস্তার ওপারের দোকানে বিস্কুট কিনতে গিয়েছিল নইমুদ্দিন। ফেরার পথে মুরগি বোঝাই একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান তাকে ধাক্কা মারে। রাজ্য সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে শিশুর দেহ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁরা। শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন পরিবারের সদস্য খব প্রভিনেশ্বেরী। স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিথি থানার রসায়োয়া ফাঁরি পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। দেহ উদ্ধার করে রসায়োয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাত দস্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

বাঘারের কোড়া পাড়ায়। ভাঙা টিনের ছাউনি, ভাঙা দেওয়াল, চারিদিক বন-জঙ্গল, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, ঠিক এমনই বেহাল দশা বাঘার-১ পঞ্চায়েতের মাহিনাগরের কোড়াপাড়া ৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। এই বর্ষাকালে যেমন ভাঙা টিনের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির জল, তেমনই প্রত্যেকদিনই কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে পরছে সাপ থেকে বিষার পোকামাকড়। এখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াশোনা, খাবার থেকে এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খাবার সব কিছুই এই কেন্দ্র থেকে হয়। এতো প্রতিকূলতার স্বে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালাচ্ছে কেরী। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পিণিশা মন্ডলের অভিযোগ, ঝড়ে উড়েছে টিনের ছাউনি চাল, হয়নি মেরামতি। এতেই ঢুকেছে বৃষ্টির জল, সঙ্গে কেন্দ্রের পাশের জঙ্গল থেকে ঢুকে পরছে বিষধ সাপ, পোকামাকড়। এতে চরম অসুবিধা হচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে। পাশাপাশি রান্না ঘরে বৃষ্টি জল পরছে, রান্নায় অসুবিধা হচ্ছে। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন কে জানিয়েছেন তারা। রাজ্যে একাধিকবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে টিকটিকি, আরশোলা, সাপ পাওয়া যাওয়ায় মতো ঘটনা ঘটছে। তারই মাঝে এই একটি বেহাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্থানীয় বাসিন্দা সোমা প্রামাণিকের অভিযোগ, যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা। তবে সেদিকে নজর নেই প্রশাসনের। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে স্থানীয় বাসিন্দা সকলের দাবী, মাহিনগর কোড়াপাড়া ৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র টি দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা প্রশাসন।

মিড ডে মিলের অনিয়মের অভিযোগ, বিক্ষোভে অভিভাবকেরা

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : সচিক সময়ে স্থলে না আসা ও মিড-ডে মিলে নিম্নমানের খাবার খাওয়ানো ও আরোও একাধিক অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বুধবার ঘটনাটি ঘটছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমন্দি থানার নয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিড- ডে মিলের নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে ও স্থুলে তাল লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখানলে অভিভাবকরা। বুধবার স্থুল চত্বরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থুলের প্রধান শিক্ষক তাপস নন্দীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও তোলেন অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের অভিভাবক প্রকাশ কুমার সরকার এর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল নিম্নমানের এমনকি রান্নাঘরের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর। এই অনিয়ম আজকের নয় দীর্ঘদিন ধরে এটা হয়ে আসছে। এই নিয়ে

আমার অভিযোগ পেয়েছি, পরবর্তীতে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক তাপস নন্দী জানান, আমার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাকে কালিমালিপ্ত ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই স্থুলের সহ শিক্ষকরা যত্নব্ধ করেছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে।

আমার অভিযোগ পেয়েছি, পরবর্তীতে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক তাপস নন্দী জানান, আমার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাকে কালিমালিপ্ত ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই স্থুলের সহ শিক্ষকরা যত্নব্ধ করেছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : উত্তর দিনাজপুরের দোমোহনা- সোলপাড়া রাজ্য সড়কের ভবানিপুরে বিস্কুট কিনে বাড়ি ফেরার পথে মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৫ বছরের শিশুর। বুধবার সকালে পাড়ে ছহাটায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম নইমুদ্দিন শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে বাড়ির সাননে রাস্তার ওপারের দোকানে বিস্কুট কিনতে গিয়েছিল নইমুদ্দিন। ফেরার পথে মুরগি বোঝাই একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান তাকে ধাক্কা মারে। রাজ্য সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে শিশুর দেহ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁরা। শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন পরিবারের সদস্য খব প্রভিনেশ্বেরী। স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিথি থানার রসায়োয়া ফাঁরি পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। দেহ উদ্ধার করে রসায়োয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাত দস্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

তৃণমূলের দখল করা কার্যালয় উদ্ধার করল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, ষড়গ্রাম, ২০ সেপ্টেম্বর : পঞ্চায়েত নির্বাচন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন জায়গাতে বিরোধীরা পঞ্চায়েত গঠন করেছে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এক অন্য চিত্র দেখা গেলে মুর্শিদাবাদ জেলার ষড়গ্রামে। মুর্শিদাবাদ জেলার ষড়গ্রাম ব্লকের অন্তর্গত উত্তর নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় সারাক্ষর মানুষ দখল করে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে তুলে দিল। কংগ্রেসের দাবি, আগে এই কার্যালয়টা কংগ্রেসের ছিল। তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীরা তারা এটাকে দখল করে তৃণমূলের কার্যালয় বানিয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কংগ্রেসের হাতে তুলে দিল। যার কারণে বুধবার সকালে নতুন করে কংগ্রেসের কার্যালয় তৈরি করা হলো। উত্তর নগরে কীর্তিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এই উত্তর নগরের কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় হতেই খুশি এলাকার বাসিন্দারা । যদিও তৃণমূলের পক্ষ কার্যালয় দখলের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

জটেশ্বরে অবশেষে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বর এলাকায় বন দফতরের খাঁচায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ।

মঙ্গলবার রাত ১২ টা নাগাদ খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘটি। বেশ কিছুদিন ধরে চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘের পায়ের খাপ দেখতে পায় বন দফতর। বাসিন্দাদের দাবিমতো এলাকায় দু’টি খাঁচা বসায় মাদরিহাট রেল্জ। অবশেষে মঙ্গলবার রাত্রে কড়াইবাড়িতে টোপ গিলতে খাঁচায় ঢুকে পড়ে চিতাবাঘটি। বন দপ্তর সবে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে জলাপাড়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার রাত্রে কড়াইবাড়ির পাশের গ্রাম দলগাঁও বসিতে চিতাবাঘের হামলায় জখম হন তিন ভাই। এর আগে ২৭ আগস্ট কল পাড়ে পা ধুতে গিয়ে চিতাবাঘ টেনে নিয়ে যায় এক বৃদ্ধকে। পরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দলগাঁও জঙ্গলে পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে যেতে বৃদ্ধার মুণ্ডহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

‘আত্মহত্যা’ বুনিয়াদপুরের স্কুলছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওড়না জড়িয়ে একটি মেয়েকে বুনিয়াদপুরে তার ঘরে মুলতে দেখেন মা দিলরুবা বেওয়া। তার চিংকার চোঁচোমিতে স্থানীয়েরা ছুটে আসেন। ঘরের দরজা ডেঙে উদ্ধার করা হয় ছাত্রীকে। কিন্তু তত ক্ষণে সে মারা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তারা ছাত্রীকে উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানান, অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে তক্ষীর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা। মৃত্যু একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ডায়েরির পাতায় এক লাইল লিখেছিল- রবিউল তোকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। ১৯-৯-২৩।’’ পড়ার ঘরেই গলায় ওড়না পঁটোনা অবস্থায় উদ্ধার হল তার দেহ। ঘটনা। পুলিশের অনুমান, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছে ওই ছাত্রী। পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, দিন পনেরো আগে বুনিয়াদপুর পুরসভার কেটমোড় এলাকার একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকছিলেন মা- মেয়ে। ছাত্রীর মা দিলরুবা বেওয়া পরিচরিকার কাজ করে সংসার চালান। তাঁদের আদতে বাড়ি বংশীহারির বলিপুকুর এলাকা। কাজের সুবিধার জন্য মেয়েকে নিয়ে বুনিয়াদপুর শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন তিনি। সেই ভাড়াবাড়িতে আত্মঘাতী হয়েছে মেয়ে। দিলরুবা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার বিকালে তিনি কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফেরেন। মেয়েকে ডেকেও কোনও সাড়াশব্দ পাননি। মেয়ে যেখানে পড়াশোনা করত সেখানে উঁকি দিয়ে বুকটা ছাঁ করে ওঠে মায়ের। দেখেন গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে মেয়ে মুলছে। মৃত্যর মাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। তবে প্রশ্নের দিকে জানা গিয়েছে, বুনিয়াদপুর পুরসভার ঝাড়পুকুর এলাকার রবিউল ইসলাম নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল স্কুলছাত্রীরা। পরিবারের দাবি, ওই যুবকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মেয়ের। তক্ষরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। প্রেমিককে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল সে। কিন্তু ওই যুবক বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। এই কারণেই মেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে দাবি করছেন মা। মেয়ের মৃত্যুর জন্য তিনি ওই যুবকের সঙ্গে তার বাবা-মাকে দায়ী করে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/O45/17/2023-2024/D Name of the Work: Patch repairing and restoration of footpath at Brabourne Road in Ward No. 45. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,75,538.75. Earnest Money: Rs. 5,600.00. Period of Completion: 45 days.	
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/O42/11/2023-2024 Name of the Work: Repairing of concrete road at Gobinda Dhar Lane, Sambhu Mullick Lane etc in Ward No. 42. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,90,172.07. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 40 days. Last date and time of submission of bid: 04.10.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]. Date and time of opening of tender: 06.10.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]. The bid forms and other details are available on and from 22.09.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].	
The Executive Engineer (Civil), Br.-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/14/23-24/D Name of the Work: Repairing of footpaths and other ancillary works, disturbed by CESC Ltd. at 61/A, 55B/2 etc Dilkusha Street, 18 Lower Range, 201/H/5, 22/2F etc. Bright Street in Ward No. 64. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,92,848.54. Earnest Money: Rs. 5,900.00.	
(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/13/23-24/D Name of the Work: Repairing of footpaths and other ancillary works, disturbed by CESC Ltd. at 30C, 9, 1, etc. Syed Amir Ali Avenue and 28, 30 etc. Circus Avenue in Ward No. 64. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,66,593.54. Earnest Money: Rs. 5,400.00.	
(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/18/23-24/D Name of the Work: Repairing of footpath at Atal Sur Road, Seal Lane and Christopher Road and surrounding area in Ward No. 58. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 3,06,872.27. Earnest Money: Rs. 6,200.00.	
(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/17/23-24/R Name of the Work: Reconstruction of boundary wall and other allied works at 34 Tangra Road KMC Labour Quarter in Ward No. 58. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,10,308.51. Earnest Money: Rs. 8,300.00.	
(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/24/23-24/R (2nd Call) Name of the Work: Restoration of concrete passages near 3A/1, 17, 39, 5/3 Pottery Road, 48/9/F R. N. C. Road, 8 Hazra Bagan Lane, 91 D. C. Dey Road etc. and its surroundings disturbed by CESC in Ward No. 56. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,67,678.98. Earnest Money: Rs. 5,400.00.	
(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/23-24/R (2nd Call) Name of the Work: Desilting of surface drain and other allied works at Tapuriaghata, Chingrighata and its surrounding area in Ward No. 57. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,52,178.21. Earnest Money: Rs. 5,050.00. Period of Completion: 60 days [For Sl. No. 1 to 6].	
(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/9/23-24/R (2nd Call) Name of the Work: Repairing and renovation of sanitary latrine at Christopher Road, D. C. Dey Road, Weng Tangra Road etc. and its surrounding areas in Ward No. 58. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,49,514.35. Earnest Money: Rs. 5,000.00.	
(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/27/23-24/B Name of the Work: Repairing of bustee passage at 4/30, 4/H/2/9, 4/40 Convent Lane and 50F, 50/1A/A Pottery Road and its surrounding area disturbed by laying of sewer line in Ward No. 56. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,90,791.16. Earnest Money: Rs. 9,900.00. Period of Completion: 45 days [For Sl. No. 7 & 8]. Last date and time of submission of bid: 03.10.2023 upto 12 noon [For Sl. No. 1 to 8]. Tender will be opened on: 05.10.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 8]. The bid forms and other details are available on and from 21.09.2023 at (6.55 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8].	
The Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No. : KMC/E(E(C)/BR-XVI/142/025/23-24 Name of the Work: Supplying and spreading of silver sand at different location of Ward No. 142, 143 and 124. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,88,640.63. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 29.09.2023 at 12 noon. The tender will be opened on: 03.10.2023 at 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 21.09.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in	
759/23-24	

২:২

GL26284424, GL26284455, GL26289236, GL26291845, GL26295487, GL26297552, GL26300237, GL26300360, GL26300392, GL26301563, GL26303283, GL26303742, GL26307735, GL26314287, GL26315543, GL26317764, GL26318665, GL26320054, GL26321118, GL26322642, GL26322761, GL26334389, GL26334402, GL26344941, GL26345139, GL26347845, GL26350399, GL26350410, GL26353893, GL26354529, GL26354650, GL26354839, GL26356206, GL26356496, GL26358017, GL26358460, GL26359559, GL26366480, GL26368415, GL26377591, GL26378092, GL26380292, GL26383841, GL26384173, GL26386025, GL26392062, GL26398111, GL26401077, GL26402751, GL26404429, GL26408031, GL26408440, GL26408489, GL26408697, GL26409094, GL26411669, GL26411790, GL26411401, GL26415233, GL26425547, GL26428150, GL26429116, GL26430151, GL26434139, GL26434471, GL26440256, GL26444493, GL26447433, GL26455024, GL26478507, GL26482123, GL26484166, GL26484811, GL26485400, GL26488308, GL26489148, GL264941545, GL26494004

আরও একটা বিশ্বকাপের ভেনু প্রকাশ

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মাটিতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ৫ অক্টোবর শুরু হবে মূল টুর্নামেন্ট। তার আগে ওয়ার্ম ম্যাচ খেলবে অংশগ্রহণকারী দশটি দেশ। ভারতীয় দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজও খেলবে। শুক্রবার শুরু তিন ম্যাচের এই সিরিজ। একটা বিশ্বকাপের উদ্দানার মাঝেই কার্যত ঢাকে কাটি পড়ে গেল পরবর্তী বিশ্বকাপের। তবে সেটা ওয়ান ডে ফরম্যাটের নয়। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যৌথ ভাবে আয়োজন করতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বারের প্রথম ক্রিকেটের বড় কোনও আসর বসতে চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই নজর রয়েছে, কোন ভেনুতে খেলা হবে। সম্প্রতি মেজর লিগ ক্রিকেটের আসর বসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। উল্লেখ্যনী এমএলসি নজর কেড়েছে। তবে ৬ দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আর বিশ্বকাপ আয়োজনে বিরটি ফারাকা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার তরফে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ কোথায় হবে, জানিয়ে দেওয়া হল। মেজর লিগ ক্রিকেটের ফাইনাল আয়োজন করা ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেরি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেওয়া হয়েছে। ফ্লোরিডায় সদ্য ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুটি টি-টোয়েন্টি হয়েছে। সেই মাঠেও রয়েছে বিশ্বকাপের ম্যাচ। এ ছাড়া বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টিতে। বিশ্বকাপের আগে অনেকটা সময় রয়েছে। প্রথম বার মার্কিন মূলকে বিশ্বকাপ। স্টেডিয়ামগুলিতে সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আয়োজক দেশ হিসেবে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মাঠে যেমন নজর কাড়তে মরিয়া তারা, তেমনই আয়োজনের দিক থেকেও।

এশিয়ান গেমসে সোনা চান মীরাবাই

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ হানঝাউ গেমস শুরু হওয়ার আগে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন মীরাবাই চানু। অলিম্পিকে রূপো জিতে চমকে দিয়েছিলেন মণিপূরের অ্যাথলিট। কমনওয়েলথ গেমসেও জিতেছেন সোনা। কিন্তু এশিয়ান গেমসে তারও পদক নেই। এ বার ট্রফি ক্যাবিনেটে এশিয়ান গেমসের পদক রাখতে চান মীরা। মীরাবাই বলেছেন, “যখনই আমি নিজের পারফরম্যান্স দেখি, কী পেয়েছি ভাবি, এশিয়ান গেমসে যে পদক নেই, সেটা বুঝতে পারি। তখন নিজের উপর রাগই হয়। আমার লক্ষ্য স্ন্যাচে ৯০ কেজি তোলা। কিন্তু এটাও করে দেখাতে পারিনি। নিজের উপর মাঝে মাঝে রাগই হয়। আমার কোচ বিজয় শর্মাও বলেন, এ বারের এশিয়ান গেমসে স্ন্যাচে আমাকে ৯০ কেজি তুলতেই হবে।” মীরাবাই যে হানঝাউ এশিয়ান গেমসের জন্য মুখিয়ে রয়েছে, সন্দেহ নেই। হানঝাউ গেমসের জন্যই বিশ্ব ওয়েটলিফটিংয়ে নামেননি।

অজি পেসারকে সরিয়ে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে সিরাজ

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বরঃ সদ্য এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। প্রতিযোগিতার অনবদ্য পারফরম্যান্স ভারতীয় বোলিং বিভাগের। আলাদা করে বলতে হয় এশিয়া কাপ ফাইনালের কথা। শ্রীলঙ্কা শিবিরে বিপর্যয় ডেকে আনেন ভারতের তরুণ তুর্কি মহম্মদ সিরাজ। ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই চার উইকেট। ম্যাচে সব মিলিয়ে ২১ রান দিয়ে ৬ উইকেট। ফাইনালের মধ্যে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা মাত্র ৫০ রানেই গুটিয়ে যায়। ফাইনালে বোলিংয়ে ভারতের তরুণ তুর্কি মহম্মদ সিরাজ। শুধু তাই নয়, ক্রিকেট বিশ্বের মনও জেতেন। ফাইনালে ম্যাচের সেরার আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন মাঠকর্মীরা। ধারাবাহিকতা এবং এশিয়া কাপে আইসিসি ক্রমতালিকাতেও ব্যাপক উন্নতি সিরাজের। মহম্মদ সিরাজ প্রথম বার আইসিসি বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে এলেন তা নয়।



গত মাঠে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন সিরাজ। যদিও অজি পেসার জশ হাজলউডের কাছে শীর্ষস্থান হারান।

এশিয়া কাপে ২১ রানে ৬ উইকেটের স্পেলে হারানো জায়গা পুনরুদ্ধার করলেন সিরাজ। এশিয়া

২-১, অপরাজিত রইল না ইস্টবেঙ্গল, মিনি ডার্বিতে লিগে প্রথম হার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অপরাজিত তকমা থাকল না। এ বারের কলকাতা লিগে অপরাজিত ছিল ইস্টবেঙ্গল। সুপার সিল্প পরে এসে প্রথম হার। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এ দিন মুখোমুখি হয় মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা লিগে মিনি

ঘুরে দাঁড়ানো সহজ ছিল না। মহমেডান স্পোর্টিং এ মরসুমে অন্যতম ধারাবাহিক দল। লিগে সবচেয়ে ধারাবাহিক। আরও একটা জয়ে লিগে অনেকটা এগিয়ে গেল মহমেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গল ডুবল কোচ বিনো জর্জের পরিকল্পনাতেই। অভিজ্ঞ প্লেয়ারদের বেশে বেশে প্রথম একাদশ নামান।



ডার্বি ঘিরে উদ্দানদা ছিল তুঙ্গে। ডার্বি বলে কথা। স্বাভাবিক ভাবেই সিনিয়র দলের কয়েকজন ফুটবলারকেও নামায় ইস্টবেঙ্গল। যদিও প্রথমার্ধে রক্ষণের ভুল ইস্টবেঙ্গলকে পিছিয়ে দেয়। ডুরান্ডে মরসুমের প্রথম ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের নায়ক নন্দকুমার শুরু থেকেই খেলেন। দ্বিতীয়ার্ধে নামানো হয় অভিজ্ঞ সৌভিক চক্রবর্তীকে। প্রথমার্ধেই ০-২ পিছিয়ে পড়া থেকে

বিশেষ করে বলতে হয় রক্ষণ ভাগের কথা। তাদের ভুলে ম্যাচের মাত্র ৫ মিনিটেই এগিয়ে যায় মহমেডান স্পোর্টিং। গোল করেন ডেভিড। এ বারের লিগে অন্যতম আবিষ্কার ডেভিড লালহানসান্ধা। ডুরান্ডেও অনবদ্য খেলেছিলেন। ২১ মিনিটে আরও একটি গোল পেতে পারতেন। অনবদ্য ভাবে বল নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বক্সে ঢুকে গিয়েছিলেন ডেভিড লালহানসান্ধা।

শট নিতে যাবেন। শেষ মুহূর্তে গোলকিপার কমলজিৎ বল ক্লিয়ার করেন। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স কেন ডেভিডকে বক্স অবধি এগনোর সুযোগ দিচ্ছিল, এটাই যেন বড় প্রশ্ন। ডিফেন্সের ভুল শোধরায়নি। মহমেডানের লিড নেওয়া যেন সময়ের অপেক্ষা ছিল। ৩৮ মিনিটে আরও একটা গোল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। এ বারও ডেভিড লালহানসান্ধা। দুই ডিফেন্ডার ঘিরে থাকা সত্ত্বেও অনবদ্য গোল। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স শুরু থেকেই এলেমেলো। বারবার ম্যাচে সেই চিত্র ধরা পড়েছে। এ বারের লিগে ১৭তম গোল ডেভিডের! ২-০ এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মহমেডান স্পোর্টিং। বিরতিতে তিনটি পরিবর্তন করেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। পরিবর্তন হিসেবে নামেন সৌভিক চক্রবর্তী। তাতেই কিছুটা আকৃণের ধার বাড়ে ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের ৫৮ মিনিটে বিধুর ব্যাক পাস, সৌভিক চক্রবর্তীর শট ইর্শাদের শরীরে লাগে। রেকফারি হ্যান্ডবলের জন্য পেনাল্টি দেন। ইর্শাদ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন হ্যান্ডবল নয়, শরীরে বল লেগেছে। ৬০ মিনিটে নন্দ কুমারের পেনাল্টি গোলে ঘুরে দাঁড়ায় ইস্টবেঙ্গল। এর বেশি আর তেমন উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারেনি লাল-হলুদ। শেষ দিকে সময় নষ্টের খেলায় নামে মহমেডান স্পোর্টিং। বার বার তাদের প্লেয়াররা মাঠে পড়ে যাচ্ছিলেন। সাত মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। তাতেও যেন হচ্ছিল না। ৯ মিনিট পর বাশি বাজান রেকফারি। ২-১ গোলে জয় মহমেডানের। ম্যাচের পর দু-দলের প্লেয়াররাই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। লিগে মরসুমের প্রথম হারে ইস্টবেঙ্গলের যেন মেজাজ হারানোটাই স্বাভাবিক!

রোনাল্ডো অপরাজিত ‘১০০০’ জয়ে এশিয়ার চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষেক

তেহরান, ২০ সেপ্টেম্বরঃ পারস্যের রাজা খসরুও নাকি এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা পাননি! ইরানের টিভি চ্যানেলে কথাটা বলেছেন ধারাতায়কারেরা আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওগুলো তো আর মিথ্যা না! এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলতে ইরানে গিয়েছিল আল নাসর। তাদের হলুদ রঙের টিম বাস রাস্তা দিয়ে ওয়াগার সময় আশপাশে তিলুটাই ছিল না! বাসের পিছু প্রচুর লোকজন দৌড়েছেন। নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে! শুধু কি তা-ই, আল নাসরের খেলোয়াড়েরা যে হোটেলের অবস্থান করেছেন, সেটি একটি পাখাড়-লাগোয়া। ইরানের ফুটবলপ্রেমীরা রীতিমতো পাখাড় বেয়ে উঠেছেন তাকে একনজর দেখতে! কাকে? কাকে আবার, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে! ইরানে তো প্রতিদিন এত বড় তারকা ফুটবলারের পা পড়ে না। যে ম্যাচ খেলতে রোনাল্ডো ইরানে এসেছেন, তেহরানের আজাদি স্টেডিয়ামে হওয়া সেই ম্যাচে

রোনাল্ডো অবশ্য গোল পাননি। তবে জয়ে অভিষেক হয়েছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগে। ১০ জনে পরিণত হওয়া ইরানের ক্লাব পেরসেপোলিসকে ২-০ গোলে



হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের এবারের মরসুমে শুভসূচনা করেছে আল নাসর। ৯০ মিনিট খেলে যোগ করা সময়ে বদলি হয়ে মাঠছাড়া রোনাল্ডোও দারুণ এক মাইলফলকের দেখা পেয়েছেন। ব্রিস্টল সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, এ নিয়ে ১০০০ পেশাদার ম্যাচে অপরাজিত রইলেন রোনাল্ডো (ড্র ও জয়)। নিজ দলের হয়ে ৭৭৬ জয়ের

পেরসেপোলিস সমর্থকদের এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। সে কারণে আল নাসরের বিপক্ষে কাল রাতের ম্যাচে পেরসেপোলিসকে গ্যালারিতে বসে সমর্থন দিতে পারেননি ক্লাবটির সমর্থকেরা। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছে দর্শক ছাড়াই। তাতে আয়োজক সমর্থকদের তুলুল সমর্থনে উজ্জীবিত হয়ে খেলতে পারেনি

পেরসেপোলিস। প্রথমার্ধ গোলশূন্য ব্যবধানে শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে গোল দুটি পেয়েছে আল নাসর। পেরসেপোলিস রাইটব্যাক দানিযাল এসমায়োলিফায়ের আত্মঘাতী গোলের পর আল নাসরকে ম্যাচের দ্বিতীয় গোলেটি এনে দেন ডিফেন্ডার মোহাম্মেদ কাসেম। প্রথমার্ধে দুটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন রোনাল্ডো। বিরতির পর ৭ মিনিটের মাথায় পর্তুগিজ তারকাতে বুট দিয়ে পা মাড়িয়ে দিয়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পেরসেপোলিস মিডফিল্ডার মিলাদ সারলাক। ২০১৬ সালের পর আল নাসরের সুবাদে এই প্রথম ইরানে খেলতে গেল সৌদি আরবের কোনও ক্লাব। দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকায় মাঝের এ সময়ে দুই দেশের ক্লাবগুলোকে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে মুখোমুখি হতে হয়েছে। জয়ের পর নিজের অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে রোনাল্ডো লিখেছেন, “আজকের (কাল) জয়টা দারুণ। সমর্থকদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং ইরানের সব মানুষকে, যাঁরা আমাদের আসাটা সার্থক করেছেন। সত্যিই ফদয় উষ করে দেওয়ার মতো অভ্যর্থনা।”

কাপে সব মিলিয়ে ১২.২ গড়ে ১০ উইকেট নেন মহম্মদ সিরাজ। হাজলউড, ট্রেস্ট বোল্ট, রশিদ খান, মিচেল স্টার্কদের মতো তারকাদের ছাপিয়ে শীর্ষে সিরাজ। বোলারদের তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন আর কুলদীপ যাদব। আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ব্যাপক উন্নতি প্রোটিয়া কিপার-ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেনের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ ওডিআই-তে পাঁচ নম্বরে নেমে ১৭৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন ক্লাসেন। ২০ ধাপ উঠে নবম স্থানে রয়েছেন ক্লাসেন। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে অনবদ্য পারফর্ম করেছে ইংল্যান্ড ওপেনার দাবিদ মালান। কেরিয়ারের সেরা ১৬ নম্বরে পৌঁছলেন। ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। দ্বিতীয় স্থানে শুভমন গিল। প্রথম দশে রয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

জাতীয় দলে কামব্যাকের জন্য মরিয়া দীপক চাহার

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ আলমার্চিতে দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে তাঁর জাতীয় দলের জার্সি। কারণ ২০২২ সালের ডিসেম্বরে শেষবার জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন দীপক চাহার। অবশ্য ২০২৩ সালের আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন টিম মোহাই সুপার কিংসের তিনি সদস্য ছিলেন। আপাতত ভারতের তারকা পেসার যামস্টিং এবং পিঠের সমস্যা থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ বার দীপকের জাতীয় দলে ফেরাই লক্ষ্য। বারবার চোট তাঁকে দেশের এবং মোহাই সুপার কিংসের একাধিক ম্যাচ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ২০২২ সালের আইপিএলে পিঠের চোটের কারণে একটিও ম্যাচে খেলতে পারেননি দীপক চাহার। সম্প্রতি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এক ইভেন্টের ফাঁকে দীপক জানিয়েছেন, চোট সারিয়ে সুস্থ তিনি। এ বার জাতীয় দলে কামব্যাকের জন্য মরিয়া। আর কী বললেন মহেন্দ্র সিং খোনির নয়নের মণি? জাতীয় দল থেকে দূরে থাকা দীপক চাহার সম্প্রতি জানান, একজন ক্রিকেটার চোট পেলে কখনই হতাশ হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, “এই চোট-আঘাতের বিষয়টা কোনও খেলোয়াড়ের হাতে থাকে না। এই মুহূর্তে আমার ফোকাস ফিট থাকা এবং দলের জন্য উপলব্ধ থাকা। আমি যখনই সুযোগ পাব দলের জন্য আমার ১০০ দেব।” দীপক জানান, তিনি খুব খারাপ সময় কাটিয়েছেন। তাঁর কথায়, “গত বছর



আমি পিঠে চোট পেয়েছিলাম। যা একজন ফাস্ট বোলারের জন্য গুরুতর। কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ ফিট। এই মুহূর্তে আমি আমার বোলিং নিয়ে খুব খুশি। আমি জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করছি। আমি সম্প্রতি আরপিএল (রাজস্থান প্রিমিয়ার লিগ) টুর্নামেন্টে খেলেছি। রবিবার পর্যন্ত আমি ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে ছিলাম। আমি ভারতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলনও করছিলাম। এশিয়ান গেমসের জন্য যারা চিন যাচ্ছে” ঘরের মাঠে আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলে জায়গা পাননি দীপক। তবে তিনি জানান ক্রিকেট কেরিয়ারে আইসিসি টুর্নামেন্ট এক বার হলেও জিততে চান। তিনি বলেন, “একজন ক্রিকেটারের স্বপ্ন বিশ্বকাপ খেলা এবং দেশের হয়ে জেতা। যখনই সুযোগ পাব, আমি সেই স্বপ্নপূরণ করার চেষ্টা করব। আমি প্রথম বার খেলে অনেক টুর্নামেন্ট জিতেছি। আমি গত ছ’টি আইপিএল মরসুমের পাঁচটি ফাইনাল খেলেছি এবং তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমি এখনও বিশ্বকাপ খেলিনি এবং যখনই সুযোগ পাব, দলের জয়ে অবদান রাখতে চাই।” ভারতের হয়ে চাহার এখনও অবধি ১৩টি ওডিআই ম্যাচে খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ১৬টি উইকেট এবং কয়েকদিন ২০৬ রান। দীপক দেশের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত তিনি ২৪টি টি২০ ম্যাচ খেলে ২৯টি উইকেট পেয়েছেন এবং ৫৩ রান করেছেন।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে যে বিষয়গুলোয় নজর থাকবে

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপ। তার আগে ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। দু-দল আপাতত ভিন্ন মেরুতে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ২-০ এগিয়ে থেকেও হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। চোটের কারণে অবশ্য বেশ কয়েকজনকে পায়নি অজিরা। তবে টানা তিন ম্যাচে একশের বেশি রানের ব্যবধানে হার, ভাবার মতোই বিষয়। অন্য দিকে, ভারতীয় দল সদ্য এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পুরো টুর্নামেন্টে একটি মাত্র হার। ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে দুরমুখ করেছে। যদিও সাম্প্রতিক পরফরম্যান্স দিয়ে এই সিরিজের ফল অনুমান করা কঠিন। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির দিকেই নজর। অনেক কিছুই হতে পারে। যে বিষয়গুলোয় মূলত নজর থাকবে-

- **মার্নাস লাবুশেন**- বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি মার্নাস লাবুশেনের। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে প্রথম ওডিআইতে কনক্যাশ পরিবর্তন হিসেবে নেমে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেন। পরের ম্যাচেই সেঞ্চুরি। বাকি তিন ম্যাচে ভরসা দিতে ব্যর্থ। তবে ভারতের বিরুদ্ধে এই তিন ম্যাচে যৌটুক সুযোগ পাবেন, কাজে লাগতে পারলে শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা মিলতেই পারে লাবুশেনের। বিশ্বকাপের টিকিটেই

নজর থাকবে মার্নাসের। এই তিন ম্যাচ তাঁর কাছে একমাত্র সুযোগ। ● **ডেভিড ওয়ার্নার বনাম রবিচন্দ্রন অশ্বিন**- অজি ওপেনারের ফর্ম চিন্তার বিষয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি সেঞ্চুরির ইনিংস খেলেছেন। যা তাঁকে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস জোগাবে। আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ব্যাটার অতিজ্ঞতা অনেকটাই বেশি। বিশ্বকাপে তাঁর ওপর বাড়তি ভরসা থাকবে অস্ট্রেলিয়ার। তবে এই সিরিজ তাঁর কাছে যেমন পরীক্ষার,

করতে পেরেছে বিশ্বকাপের টিমে একজন অফস্পিনার দরকার। অশ্বিন এই সিরিজে ভালো পারফর্ম করলে শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপের টিমেও ঢুকে পড়তে পারেন। অশ্বিনের নজরে প্রথম উইকেটটা যে ওয়ার্নারের হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

- **অ্যাডাম জাম্পা**- দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে লঙ্জার রেকর্ড গড়েছেন অ্যাডাম জাম্পা। পুরুষদের ওডিআই ক্রিকেটে কোটার ১০ ওভারে সবচেয়ে বেশি রান দেওয়ার নজির ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাইক লুইসের। দক্ষিণ



তেমনই রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কাছে সুযোগ। বার্মা-হাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে অশ্বিন বরাবরই ভয়ঙ্কর। প্রায় দু-বছর পর জাতীয় দলে ওয়ান ডে ফরম্যাটে ফেরানো হয়েছে অশ্বিনকে। বিশ্বকাপে স্কোয়াডে নেই। এশিয়া কাপে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ভালো ভাবেই উপলব্ধি

আফ্রিকা বিরুদ্ধে ২০০৬ সালে ১০ ওভারে ১১৬ রান দিয়েছিলেন লুইস। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা বিরুদ্ধে জাম্পাও ১০ ওভারে ১১৬ রান দেওয়ার নজির গড়েছেন। ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে সাফল্য না পেলে শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপের ভাবনা থেকেও বাদ হয়ে যেতে পারেন।

জাকার্তার পুনরাবৃত্তি হানঝাউ এশিয়ান গেমসে করতে চান নীরজ চোপড়া



নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ আরও একটা সোনা নিয়ে ২০২৩ সালটা শেষ করতে চান ভারতের জ্যাডলিন সুপারস্টার নীরজ চোপড়া। বছর পাঁচকে আগে জাকার্তায় হওয়া এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন নীরজ চোপড়া। তখনও তিনি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হননি। কিন্তু সোনা জিতে বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন পানিপথের ছেলে। হানঝাউ এশিয়ান গেমসে ৪ অক্টোবর আকর্ষণে দেখা যাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়াকে। তার আগে কী বললেন ভারতের সোনার ছেলে নীরজ? জাকার্তা এশিয়ান

গেমসে ৮৮.০৬ মিটার শ্রো করে জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন। এবং সোনা জিতেছিলেন। ঠিক জাকার্তার মতোই এ বারও নীরজ চান হানঝাউতে তাঁর বর্ষায় অটোম যাক সোনা। এ বারের এশিয়াডে ট্র্যাক আন্ড ফিল্ডের ইভেন্টে শুরু হবে ২৯ সেপ্টেম্বর। চলতি বছরে এই মেজর ইভেন্টেই শেষ বার নামবেন নীরজ। ভারত থেকে ৬৮ জনের অ্যাথলেটিক্স স্কোয়াড পাঠানো হয়েছে চীনে। তার মধ্যে রয়েছেন ৩৫ জন পুরুষ ও ৩৩ জন মহিলা। চলতি বছরে ডায়মন্ড লিগে দোহা ও লসানে পর্বে জিতেছিলেন নীরজ। ইউজিনে অক্সের জন্য দ্বিতীয় হয় হিরে হাতছাড়া করেন নীরজ। অবশ্য তার আগে বুদাপেস্টে বিশ্বমিষ্ট সোনা জেতেন তিনি। ইউজিনে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে দ্বিতীয় হওয়ার পর নীরজ জানান, সামনের এশিয়ান গেমসে তিনি ফোকাস করতে চান। হানঝাউ এশিয়ান গেমসে নীরজের ফের মোকাবিলা হবে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে। ইউজিন ডায়মন্ড লিগের পর নীরজ বলেন, “ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে খেলাধুলাতে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। আমরা তার পরও ভালো বন্ধু। আমাদের আবার হানঝাউতে দেখা হবে।” ২০১৮ সালের এশিয়াডে সোনা জিতেছিলেন নীরজ চোপড়া, ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন আর্শাদ নাদিম। এ বার দেখার নীরজ সেই সোনা ধরে রাখতে পারেন কিনা। চলতি বছরে এখনও নীরজের ৯০ মিটারের টার্গেট এখনও পূরণ হয়নি। ফলে হানঝাউ এশিয়াডে নীরজ সেই ৯০ মিটারের লক্ষ্যভেদ করতে পারেন কিনা সেদিকে তাঁর অনুরাগীদের নজর থাকবে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • দশম সংখ্যা • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পুষ্টিতে

তুষ্টি

- পেশবের পুষ্টি দুখ
- চুলের যত্নই চুলের পুষ্টি
- পুষ্টি ভরপুর ডিম
- বছর ভর ফলেই পুষ্টি
- পুষ্টিপূরণের লক্ষ্যে জাতীয় উদ্যোগ
- কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা
- ইউরোলজিক্যাল সমস্যা
- বাচ্চাদের ইউরোলজিক্যাল সমস্যা
- কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন